Contents

১৬শ বর্ষ/১০ম সংখ্যা

পৌষ ১৩৭৭ বাং

তর্জুমানুল-হাদীছ

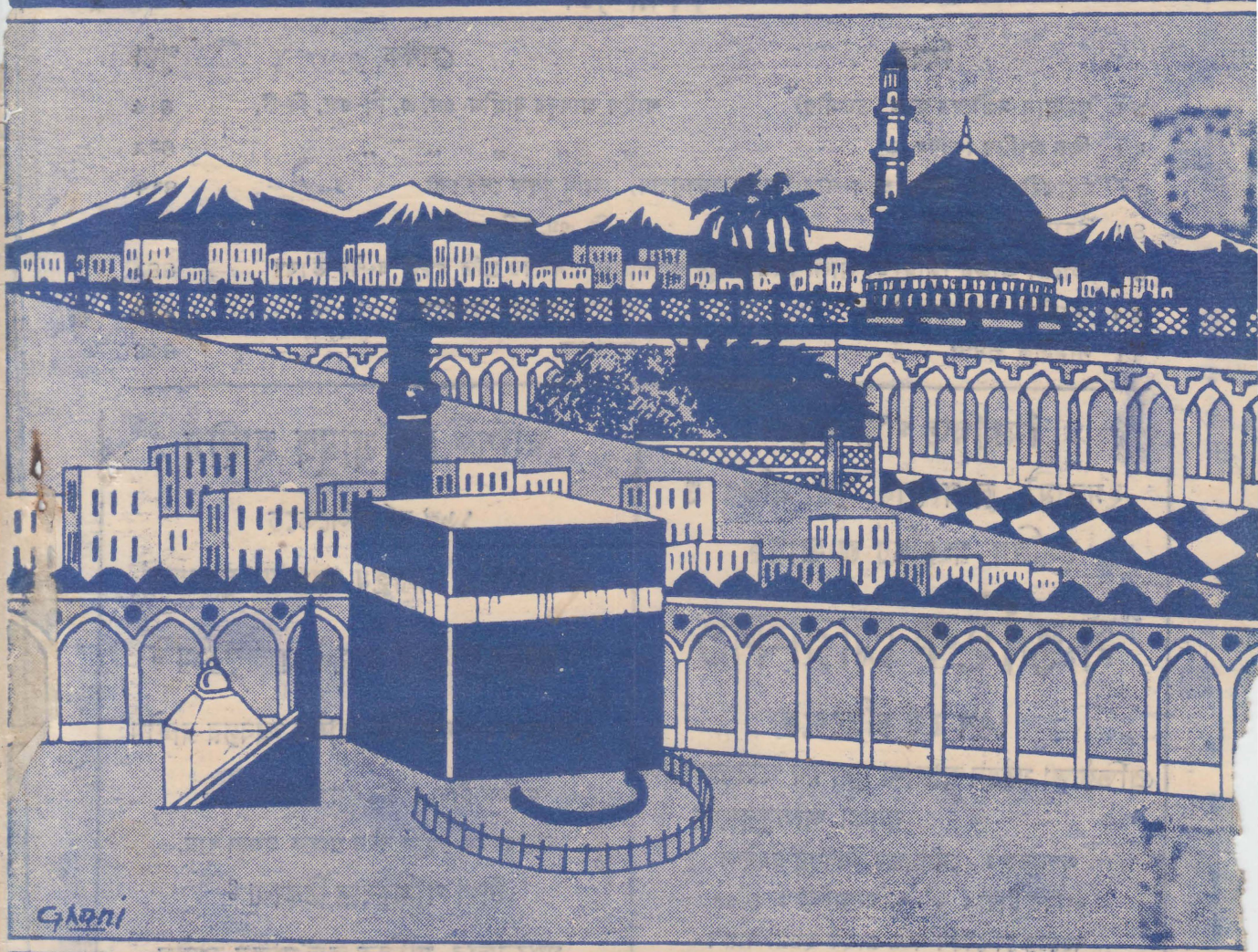

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি, এল, বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬'৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

ষোড়শ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

পৌষ, ১৩৭৭ বাংলা ; যিলকাদ ১৩৯০ হিঃ ডিসেম্বর, ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ,

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এস, বি-টি,	৪১৫
২। জিন্ন জাতির বিবরণ	,, ,, ,, ,, ,,	৪২২
৩। মুহাম্মদী রীতি-নীতি (আশ-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবু য়ুসুফ দেওবন্দী	৪২৭
৪। মহাবিশ্বের বিস্ময়	এ, বি, এম, মুজিবর রহমান	৪৩৬
৫। কায়েদ আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার পূর্ব পাকিস্তান বাসীদের প্রতি একটি স্মরণীয় ভাষণ		৪৪১
৬। জাহানে ইসলামের ঐক্য	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৪৪৯
৭। সাময়িক প্রসংগ	সম্পাদক	৪৫৪

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকিব ও

মুসলিম সংহতির আস্থায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১৪শ বর্ষ চলিতেছে

প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৮'০০, ষান্মাসিক ঃ ৪'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার ঃ সাপ্তাহিক আরাফাত,

৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

১৬শ বর্ষ চলিতেছে

প্রতিষ্ঠাতা ঃ মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

সম্পাদক ঃ—মওলানা শাইখ আবদুর রাহীম

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৬'৫০ ষান্মাসিক ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়,

চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ

ম্যানেজার, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ স্থল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

ষোড়শ বর্ষ	পৌষ ১৩৭৭ বংগাব্দ ; যিলকাদ ১৩৯০ হিঃ ডিসেম্বর, ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ	১০ম সংখ্যা

কোরআন মজীদের ভাষ্য

শাইখ আবদুর রাহীম এম.এ, বি.এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দানকারী আল্লাহের নামে।

سُوْرَةُ الْجِنِّ

এই সুরাহ্‌ এর প্রথম আয়াতে 'জিন্ন' এর উল্লেখ এবং সম্পূর্ণ সূরাহ জুড়িয়া জিন্ন সম্বন্ধে আলোচনা থাকায় ইহার নাম 'সূরাতুল্ জিন্ন' হইয়াছে।

১। قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ

১। [হে রাসূল,] তুমি বল ঃ আমাকে অহ্‌ঈযোগে জানান হইল যে, নিশ্চয় জিন্ন জাতি হইতে একটি দল আড়াল হইতে মনানিবেশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا ۔

সহকারে [কুর্আন] শুনিল। অনন্তর তাহারা বলিল, "নিশ্চয় আমরা বিস্ময়ে পরিপূর্ণ বিস্ময়ের মূর্ত প্রতীক একটি পঠনীয় বস্তু শুনিলাম।

১। اوحى الى : আমাকে অহ্ঈযোগ জানান হইল। 'অহ্ঈ' শব্দের অর্থ 'গোপনভাবে জানান', 'মনের মধ্যে উদ্দিত করা' 'ইঙ্গিত করা' ইত্যাদি। আর শারী'আতে ইহার তাৎপর্য হইল, 'রাসূল ও নাবীকে আল্লাহ তা'আলার জানান'। এই অহ্ঈ কখনো মনের মধ্যে উদিত করিয়া এবং কখনো মালায়িকাহ পাঠাইয়া হইয়া থাকে। জিব্রীল আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালাম নাবী রাসূলদের নিকট বেশীর ভাগ অহ্ঈ লইয়া আসিতেন।

انه استمع—আল্লাহুস্‌তামা'আ। 'ইন্না অব্যয়টি অবস্থা বিশেষে 'আন্না' রূপ ধারণ করে। এই স্থানে ইহা 'উহিয়া' ক্রিয়ার কর্তার স্থলাভিষিক্ত বা নায়িব ফা'ইল হওয়ার কারণে 'আন্না' হইয়াছে।

فقالوا : অনন্তর তাহারা বলিল।

অর্থাৎ তাহারা নিজ জাতির মধ্যে ফিরিয়া গিয়া বলিল। (কুরআন, ৪৬ : ২৯)

انا سمعنا—ইন্না সামি'না। 'কাল্' ক্রিয়ার পরে আসার কারণে এখানে 'ইন্না' হইয়াছে।

نفر من الجن জিন্ন জাতি হইতে একটি দল।

نفر : দল। 'নাফার' শব্দটি তিন হইতে নয় জনের উপর প্রযোজ্য হয়। কথিত আছে যে, জিন্নের এই দলটিতে 'নাসীবীন' শহরের বানুস্‌সীসান' গোত্রের নয় জন জিন্ ছিল এবং উহাদের মধ্যে দুই জন নেতৃস্থানীয় জিন্ন ছিলেন।

الجن : জিন্ন জাতি। জিন্ন সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধে দেওয়া হইল।

قران : পঠনীয় বস্তু। পৃথিবীর গ্রন্থাবলী সাধারণতঃ দুই প্রকার হইয়া থাকে। এক প্রকার গ্রন্থ কেবলমাত্র আবৃত্তির উদ্দেশ্যে লিখিত হয় এবং অপর প্রকার গ্রন্থ চিন্তা করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত হয়। যথা, যিকর, দু'আ, মন্ত্র ও যাদুর বইগুলি কেবলমাত্র পঠনীয় হইয়া থাকে। আল্লাহের কিতাব চারিটির মধ্যে 'যাবূর' এই পর্যায়ে পড়ে। আর এক প্রকার গ্রন্থে প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি যুক্তি প্রমাণ যোগে বুঝানো হইয়া থাকে। এই প্রকার গ্রন্থ কেবলমাত্র পড়িবার উদ্দেশ্যে ও আবৃত্তি করিবার জন্যই রচিত হয় না। পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা চিন্তা করিয়া বুঝিতে হয়। ঐ জিন্নেরা প্রথম শ্রবণে উহাকে পঠনীয় ভাবিয়া উহাকে পঠনীয় বলে। কিন্তু তাহারা যখন দেখে যে, ইহাতে যুক্তি প্রমাণও রহিয়াছে তখন বলে, ইহা সাধারণ পঠনীয় বস্তু নহে ; বরং ইহা অত্যাশ্চর্য পঠনীয় বস্তু।

عجبا : অত্যাশ্চর্য। এই শব্দটি মাসদার ; কিন্তু ইহা বিশেষণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন 'আদল্ শব্দ। ইহার অর্থ 'ন্যায় বিচার' ; কিন্তু ইহা 'অত্যন্ত ন্যায় বিচারক' অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ সে নিজেই যেন আপাদ মস্তক ন্যায় বিচার। সেইরূপ 'আজাবান' অর্থ এখানে হইবে 'বিস্ময়ই বিস্ময়' 'আগাগোড়া বিস্ময়' 'বিস্ময়ের মূর্ত প্রতীক'।

এই আয়াত হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, 'জিন্ন' এমন এক প্রকার জীব যাহার শ্রবণ শক্তি ও বাকশক্তি রহিয়াছে এবং তাহার জ্ঞান বুদ্ধি এবং বিবেকও রহিয়াছে। আয়াতটিতে এই ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, জিন্ন জাতি সাধারণতঃ মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। কেননা তাহারা যখন কুর্আন শুনিতেছিল তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু

www.ahlehadeethbd.org

۲ - يَهْدِیْ اِلَی الرُّشْدِ فَـاٰمَنَّا
بِـهٖ وَلَنْ نُّشْرِکَ بِرَبِّنَا اَحَدًا ٠
۳ - وَاَنَّـهٗ تَعَالٰی جَدُّ رَبِّنَا
مَا اتَّخَذَ صَاحِبَـةً وَّلَا وَلَدًا ٠

২। "উহা চরম সঠিক পন্থার দিকে চালিত করে। তাই আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিলাম এবং আমরা কোন ক্রমেই আমাদের রাব্বের সহিত কাহাকেও শারীক করিব না।

৩। "আর নিশ্চয় ব্যাপার এই যে, আমাদের রাব্বের মহিমা মর্যাদা মহান ও উচ্চ রহিয়াছে। তিনি না গ্রহণ করিয়াছেন কোন স্ত্রী সঙ্গিনী আর না কোন সন্তান।

আলাইহি অসাল্লাম তাহাদিগকে দেখেন নাই—তবেই তো তাঁহাকে অহ্‌ঈযোগে জানাইতে হইয়াছিল।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 'কুল' যোগে আদেশ করেন যে, জিন্ন জাতি সম্পর্কিত যে ঘটনাটি আল্লাহ তা'আলা অহ্‌ঈযোগে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু অসাল্লামকে জানান তাহা তিনি যেন মানব জাতিকে জানাইয়া দেন। ইহা হইতে কয়েকটি বিষয় প্রতীয়মান হয়।

(এক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মানব জাতির দিকে যেমন রাসূলরূপে প্রেরিত হন সেইরূপ তিনি জিন্ন জাতির দিকেও প্রেরিত হইয়াছিলেন।

(দুই) জিন্ন জাতি তাহাদের স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত অবাধ্যতা সত্ত্বেও কুরআনকে মানুষের সাধ্যাতীত বাণী বুঝিতে পারিয়া উহাকে আল্লাহের কালাম বলিয়া এবং যিনি কুরআন পাঠ করেন তাঁহাকে নাবী বলিয়া স্বীকার করে।

(তিন) মানুষ যেমন আল্লাহের বিধান মানিতে বাধ্য, জিন্নও সেইরূপ আল্লাহের বিধান মানিতে বাধ্য।

(চারি) জিন্ন জাতি মানুষের কথা শোনে এবং বুঝে।

(পাঁচ) জিন্ন জাতি মানুষকে দেখিতে পায়, কিন্তু মানব জাতি সাধারণতঃ জিন্ন জাতিকে দেখিতে পায় না।

الرشد— ইহা মাসদার; অর্থ 'সঠিকতা', 'সরলতা'। এখানে ইহা বিশেষণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ আগাগোড়া সঠিক সরল পন্থা।

فامنا به : তাই আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিলাম। এখানে 'উহার' বলিয়া নিকটস্থ উল্লিখিত 'রুশ্‌দ' কেও বুঝাইতে পারে এবং উহার পূর্বে উল্লিখিত 'কুরআন'কেও বুঝাইতে পারে। প্রথমক্ষেত্রে অর্থ হইবে 'আমরা ঐ সঠিক পন্থার উপর ঈমান আনিলাম।' তখন সঠিক পন্থার তাৎপর্য হইবে 'তাওহীদ' বা আল্লাহের একত্ববাদ এবং ইহাতে পরবর্তী বাক্যটির সহিত পূর্ণ মিল ঘটিবে। তখন অংশটির ব্যাখ্যা হইবে, 'তাই আমরা তাওহীদে বিশ্বাস করিলাম এবং আমরা কোনক্রমেই আমাদের রাব্বের সহিত কাহাকেও শারীক করিব না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থ হইবে আমরা ঐ কুরআনের প্রতি ঈমান আনিলাম।

جد ربنا : আমাদের রাব্বের মর্যাদা মহিমা। 'জাদ্দ্' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ অভাবশূন্যতা। তখন তাৎপর্য হইবে, আমাদের রাব্ব চরম অভাবশূন্য' এবং তখন পরবর্তী বাক্যের সহিত এই ভাবে মিলিয়া যাইবে, 'তাই তাঁহার কোন স্ত্রীরও প্রয়োজন হয় নাই এবং কোন পুত্রকন্যারও প্রয়োজন হয় নাই। ইমাম রাযী 'জাদ্দ্' শব্দের তৃতীয় অর্থ 'পিতামহ' করিয়া বলেন যে, 'পিতামহ' বলিয়া যদি উহার তাৎপর্য 'মূল' লওয়া হয় তাহা হইলেও অর্থ ঠিকই হয়। অর্থাৎ তাঁহার মূল ও হাকীকাত বা সত্তা মহান। অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্ব কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত নয়, তিনি ওয়াজিবুল্ ওজুদ্। কাজেই তাঁহার কোন স্ত্রীও নাই, সন্তানও নাই।

Contents

৪- وَاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا •

৫- وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا •

৬- وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا •

৪। "আরও ব্যাপার এই যে, আমাদের মধ্যকার নির্বোধ আল্লাহ সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি ও বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে।

৫। "আর নিশ্চয় আমরা মনে করিতাম যে, মানুষ বা জিন্ কেহই কিছুতেই আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলিবে না।

৬। "আরো নিশ্চিত ব্যাপার এই যে, মানুষের মধ্য হইতে কতিপয় লোক জিন্নদের কতিপয় লোকের শরণ গ্রহণ করে। ফলে ঐ মানুষেরা ঐ জিন্নদিগকে পাপে আচ্ছন্ন হওয়া ব্যাপারে বৃদ্ধি দিয়া থাকে।

৪। شططا—'শাতাত' শব্দটির অর্থ 'সীমা অতিক্রম করা'। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সীমা অতিক্রম দুই ভাবে হইতে পারে। (এক) তাঁহার গুণাবলীতে নূতন কিছু সংযোজন করিয়া, আর (দুই) তাঁহার গুণাবলী হইতে কোন কিছু বাদ দিয়া এই সীমা অতিক্রম করা হইতে পারে। আল্লাহ বিশ্বজগত সৃষ্টি করার পর উহার কর্তৃত্বভার অপরের হাতে দিয়া নিজে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ মু'আত্তাল হইয়াছেন বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা যেমন আল্লাহের নাস্তিবাচক গুণ সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি করে, সেইরূপ যাহারা আল্লাহের শরীক আছে বা তাঁহার স্ত্রী বা পুত্র কন্যা আছে বলিয়া বিশ্বাস করে অথবা তাঁহাকে অন্য কাহারও অনুরূপ মনে করে তাহারা আল্লাহের অস্তিবাচক গুণাবলী সম্পর্কে অতিশয়োক্তি অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। ظننا...: অর্থাৎ আমরা ধারণা করিতাম যে, কোন মানুষ বা কোন জিন্ এত দুর্দান্ত নাই যে, সে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলিবার সাহস করিবে বা ঐরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ঐ ধারণা ভুল পাইলাম। অনেকে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলিয়াছে এবং আমরা সরল বিশ্বাসে তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। এই কুরআন শুনিয়া আমাদের সেই ভুল ভাঙ্গিল।

كذبا—'কাযিবান' শব্দটি বাক্যবিন্যাসে 'কাওলান' উহ্য 'তাকিদী মাফ্'উল মুত্লাক' এর বিশেষণ হইয়াছে। অথবা ইহা 'তাকূলা' ক্রিয়ার প্রকারবাচক মাফ্'উল মুত্লাক হইয়াছে। কেননা কাওল বা কথা দুই প্রকার হইয়া থাকে, সত্য ও মিথ্যা। কাজেই 'কাযিবান' বলিয়া মিথ্যা কাওল উল্লেখ করা হয় বলিয়া ইহা 'মাফ্'উল মুত্লাক নাও'ঈ হইবে।

৬। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে একদল তাফসীরকার বলেন যে, ইসলামপূর্ব যুগে মানুষ বিদেশ গমন কালে যখন কোন ময়দান প্রান্তরে তাহাকে রাত্রি যাপন করিতে হইত তখন সে চীৎকার করিয়া বলিত, "আমি এই প্রান্তরের প্রধান নেতার আশ্রয় লইতেছি এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি তাঁহার জাতির দুষ্টদের অনিষ্ট হইতে।" এই বলিয়া সে জিন্নের মাতব্বরের আশ্রয় লইত। অপর তাফসীরকার দল বলেন যে, ইসলামপূর্ব যুগে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে পতিত হইত তখন তাহাদের

www.ahlehadeethbd.org

٧ - وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا ٠

৭। "আর তোমরা যেমন মনে করিতে যে, আল্লাহ কাহাকেও কোনক্রমেই পুনরুত্থিত করিবেন না সেইরূপ তাহারাও ধারণা রাখিত।

٨ - وانا لمسنا السماء فوجدنها ملئت حرسا شديدا وشهبا ٠

৮। "আর নিশ্চয় আমরা [ঊর্ধ জগত হইতে সংবাদ সংগ্রহ হর জন্য] নিকটস্থ ঊর্ধ জগত স্পর্শ করিলাম। অনন্তর আমরা উহাকে কঠোর প্রহরী ও প্রজ্বলিত শিখায় পরিপূর্ণ পাইলাম।

পক্ষ হইতে কোন কোন লোক ঘাস ও পানির সন্ধানে বাহির হইত। অতঃপর সে ঘাস পানির সন্ধান পাইয়া তাহার জাতিকে সংবাদ দিলে তাহারা সেখানে যাইত। তখন তাহারা চীৎকার করিয়া বলিত, "আমরা বিপদ বিপর্যয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই প্রান্তরের প্রধানের শরণাপন্ন হইতেছি। এই কথা লোকে জিন্নদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিত। এই ভাবে মানুষ জিন্নদের শরণাপন্ন হইত বলিয়া জিন্নদের অহংকার, ঔদ্ধত্য এবং দুষ্টামির মাত্রা এত দূর বাড়িত যে, দুষ্টামি তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত এবং পদে পদে তাহারা মানুষকে নিজেদের গোলাম বানাইয়া রাখিত এবং তাহাদের অন্তরে নিজেদের অসীম প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিত।

رهقا – এই শব্দটির অর্থ 'আচ্ছন্ন করা'। এখানে তাৎপর্য হইতেছে পাপে আচ্ছন্ন করা। অর্থাৎ মানুষেরা জিন্নদের পূর্ণরূপে বাধ্য হইয়া পড়ার মাধ্যমে তাহারা জিন্নদিগকে পাপে আচ্ছন্ন হওয়া ব্যাপারে বাড়াইতে থাকিত।

এই ষষ্ঠ আয়াতটি এবং ইহার পূর্ববর্তী আয়াতটি জিন্নদের উক্তিও হইতে পারে এবং আল্লাহের বাণীও হইতে পারে। তবে, এই আয়াত দুইটির পূর্বে ও পরে জিন্নদের উক্তি উদ্ধৃত হওয়ায় এই দুইটি আয়াতে বর্ণিত বিষয়কেও জিন্নদের উক্তি ধরাই বাঞ্ছনীয়।

كما ظننتم : তোমরা যেমন মনে করিতে। ইহাকে জিন্নদের উক্তি ধরা হইলে 'তোমরা' বলিয়া ঐ জিন্নেরা তাহাদের স্বজাতির লোকদিগকে সম্বোধন করিয়াছিল। আর ইহাকে আল্লাহের উক্তি ধরা হইলে 'তোমরা' বলিয়া মাক্কার কুরাইশগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে। জিন্নদের উক্তি ধরা হইলে ব্যাখ্যা হইবে, 'ঐ জিন্নগণ তাহাদের স্বজাতিকে বলিল : ওহে আমার জিন্ন ভাইয়েরা! তোমরা যেমন মনে করিতে যে…মানুষেরাও সেইরূপ মনে করিত।' আর আল্লাহের উক্তি ধরা হইলে ব্যাখ্যা হইবে, 'ওহে কুরাইশেরা তোমরা যেমন মনে করিতে যে… জিন্নেরাও সেইরূপ মনে করিত।

لن يبعث الله احدا : আল্লাহ কাহাকেও কোন ক্রমেই পুনরুত্থিত করিবেন না। এখানে 'বাআস' এর অপর অর্থ নাবী রাসূল মনোনীত করাও গ্রহণ করা যাইতে পারে। তখন অনুবাদ হইবে : আর তোমরা যেমন মনে করিতে যে, আল্লাহ কাহাকেও কোন ক্রমেই নাবী-রাসূল মনোনীত করিবেন না, তাহারাও সেইরূপ মনে করিত।

৮। لمسنا السماء—'লাম্‌স' শব্দের অর্থ 'স্পর্শ করা', স্পর্শযোগে পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা' ইত্যাদি বুঝায়। আর ইহার তাৎপর্য 'তথ্য অনুসন্ধান করা'। কাজেই 'সংবাদ সংগ্রহ করা' ইহার অর্থের মধ্যে পাওয়া যায়।

www.ahlehadeethbd.org

৯। "আর ইহা নিশ্চিত যে ইতিপূর্বে আমরা সংবাদ শ্রবণের জন্য উহার বিভিন্ন বৈঠকে বসিতাম। [এবং সংবাদ শুনিতাম।] কিন্তু এখন যে কেহ কান পাতিয়া শুনিতে যায় সে তাহার জন্য অপেক্ষমান শিখা দেখিতে পায়।

১। এই আয়াত হইতে আপাত দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে; রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে আকাশে উল্কা নিক্ষিপ্ত হইত না। দ্বিতীয়তঃ সূরাহ অলমুলক্‌ঃ পঞ্চম আয়াতে তারকার সৃজন সম্পর্কে বলা হয় যে, যে সব উদ্দেশ্যে তারকা সৃষ্টি করা হয় তন্মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ছিল উহাকে শয়তানদের প্রতি ক্ষেপণ অস্ত্ররূপ ব্যবহার করা। কাজেই তারকার সৃজন কাল হইতেই উল্কা পিণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। তৃতীয়তঃ ইসলাম পূর্ব কবিদের কবিতায় উল্কা পিণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দার্শনিকদের এই প্রতিবাদের জওয়াবে ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে কান পাতিয়া শ্রবণকারী জিন্নদিগের প্রতি মোটেই উল্কা পিণ্ড নিক্ষিপ্ত হইত না। প্রাচীন কবিদের যে সব কবিতায় উল্কাপিণ্ডের উল্লেখ আছে সেই কবিতাগুলি সম্বন্ধে ইবনু আব্বাস বলেন যে, ঐগুলি জাল। কাজেই উহা প্রমাণে ব্যবহার করা চলে না। আর তারকাগুলির সৃজনের উদ্দেশ্য তাহাদের সৃজনের সঙ্গে সঙ্গে কার্যে পরিণত হওয়া অপরিহার্য নহে।

উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, 'ঈসা আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালামের ঊর্ধ জগতে গমনের পর হইতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব পর্যন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয় নাই। ইহা দেখিয়া কুরাইশেরা মনে করিয়াছিল যে, উল্কাপিণ্ড খতম হইয়া গেল। ইহার পর সৌর জগতের একটি একটি করিয়া তারকারাদি, চন্দ্র, সূর্য সবই ধ্বংস হইবে।

৭ - وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ

لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ

شِهَابًا رَّصَدًا ●

তাই দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহারা 'সায়িবাহ' ইত্যাদি পশু তাহাদের নামে উৎসর্গ করিতে থাকে।

অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন যে, সৌর জগতের সৃজন কাল হইতেই উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হইত। তবে পূর্বে উহার সংখ্যা ও সংঘটন বিরল ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরে উহার মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই আয়াতেই তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যথা, পূর্বে জিন্নগণ ঊর্ধ জগতটির সর্বত্রই বসিতে পারিত না। 'মাকা'ইদা' কতিপয় স্থলে বসিত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তখনও কোন কোন অঞ্চলে উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হইত; সর্বত্র নিক্ষিপ্ত হইত না। আর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের পরে ঊর্ধ জগতটি উল্কা পিণ্ডে 'মুলিআত' পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইমাম রাযী এই মতটিকেই বিশুদ্ধ মত বলিয়া উল্লেখ করেন।

কিন্তু আমার মতে ইহার সমাধান এই যে, জগত সৃষ্টির সময় হইতে প্রাকৃতিক কারণে যে উল্কা পিণ্ড নিক্ষিপ্ত হইত সেই উল্কাপিণ্ড শয়তানদিগের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হইত না। আর রাসূলুল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের পরে যে উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল তাহা শয়তানদিগকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আমার মতে ঐ উল্কা এবং এই উল্কা এক নয়—ইহারা স্বতন্ত্র দুই প্রকার উল্কা।

www.ahlehadeethbd.org

١٠ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

১০। "আর নিশ্চয় আমরা জানি না, ইহাতে যাহারা পৃথিবীতে রহিয়াছে তাহাদের কোন অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা করা হইয়াছে অথবা তাহাদের রাব্ব্ তাহাদিগের জন্য সঠিক পন্থার ইচ্ছা করিয়াছেন।

১০। এই আয়াতটির দুই প্রকার ব্যাখ্যা করা হয়। (এক) ঊর্ধ্ব জগৎ হইতে সংবাদ সংগ্রহে এই বাধাদানের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীবাসীদের মঙ্গল সাধন করিবার ইচ্ছা করেন অথবা তাহাদের অনিষ্ট করা হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। (দুই) মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে রাসূল করিবার পরে ঊর্ধ্ব জগত হইতে সংবাদ সংগ্রহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ইহার ফলে পৃথিবীবাসীরা সঠিক তথ্য সংগ্রহে অপরাগ হইয়া বিপথগামী হইতে পারে এবং তাহার ফলে পূর্ব জাতিদের মত তাহাদের সকলকে ধ্বংস করা যাইতে পারে। কাজেই আমরা বুঝিতেছি না যে, বিশ্ব-জগত ধ্বংস করিবার জন্যই কি এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে অথবা ইহার পশ্চাতে পৃথিবীবাসীর মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

শাইখ আবদুর রাহীম

জিন্ন জাতির বিবরণ

জিন্নের সত্তা—জিন্নের অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র সত্তা সম্পর্কে প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রায় সকল যুগেই দার্শনিক ও ধর্মপন্থীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। অধিকাংশ দার্শনিক জিন্নের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও তাঁহাদের এক দল জিন্নের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। আর য়াহুদী, খৃষ্টান মুসলিম প্রভৃতি ধর্মপন্থীদের প্রায় সকলেই জিন্নের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন কিন্তু তাহাদের প্রকৃত সত্তার স্বরূপ বা হাকীকাত সম্বন্ধে তাঁহারা তিন দলে বিভক্ত হন। অধিকাংশ ধর্মপন্থীদের মতে জিন্ন হইতেছে এক প্রকার শরীরী বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্ন জীব; কিন্তু সে মানবদৃষ্টির বহির্ভূত। তাহার গঠনে অগ্নির ও বায়বয় উপাদানের প্রাধান্য রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাক্রমে সে বিভিন্ন রূপ ও আকার ধারণ করিতে সক্ষম হয়। সূরাহ আল্ জিন্নের প্রথম আয়াতে জিন্নের যে দলটির উল্লেখ করিয়াছে জিন্নদের মধ্য হইতে তাহারাই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সর্ব প্রথম দেখেন এবং তাঁহার কুরআন পাঠ সর্বপ্রথম শোনেন। ঐ ঘটনার সময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জিন্নদিগকে দেখেন নাই বলিয়া তাঁহাকে ঐ ঘটনার বিবরণ অহীযোগে জানান হয়।

ঘটনাটি সম্পর্কে আসল ব্যাপার এই যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নুবুওত লাভের পূর্বে ইব্‌লীসের সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্য হইতে এক দল জিন্ন পৃথিবীর নিকটতম উর্ধ জগত হইতে পৃথিবীর মালায়িকার প্রতি যে সব নির্দেশ ও সংবাদ প্রেরিত হইত তাহা চুরি করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিত। উহা শুনিতে গিয়া তাহাদিগকে সাধারণতঃ বিশেষ কোন বাধার সম্মুখীন হইতে হইত না। তারপর তাহারা ঐ সব নির্দেশ ও সংবাদ ইব্‌লীসের নিকট পৌঁছাইত। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নুবুওত প্রাপ্তির পর উর্ধ জগত হইতে চুরি করিয়া কিছু শুনিতে গেলে তাহাদিগের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুঁড়িয়া তাহাদিগকে আঘাত করা শুরু হয় — (সূরাহ জিন্ন : ৮—৯ আয়াত)। এই সম্পর্ক বিস্তৃত আলোচনা তর্জুমানুল হাদীস : পঞ্চাশ বর্ষের ৯৪—১৯৬ পৃষ্ঠায় সূরাহ আল্‌মুল্‌কের পঞ্চম আয়াতের তাফসীরে এক দফা করা হইয়াছে।

যাহা হউক উর্ধ জগত হইতে নির্দেশ ও সংবাদ সংগ্রহ করিতে উল্লিখিত বিঘ্ন ঘটায় ইব্‌লীস বিচলিত হইল। সাহীহ মুসলিম : ১।১৮৪ পৃষ্ঠায় ইব্‌নু আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, অনন্তর ইব্‌লীস তাহার সৈন্যদলকে জানাইল যে পৃথিবীতে নিশ্চয় কোন অভিনব ও অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছে এবং তাহারই ফলে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। এই বলিয়া ইব্‌লীস তাহার সৈন্যদলকে ঐ ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য তাহাদের বিভিন্ন দলকে বিভিন্ন দিকে ছুটাইল।

www.ahlehadeethbd.org

এই দিকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একদল সাহাবীসহ 'উকাযে বাযার অভি-মুখে যাইবার সময় পথিমধ্যে নাখলাহ নামক স্থানে যখন ফাজরের নামায আদায় করিতেছিলেন তখন জ্বিন্নের যে দলটি 'তিহামাহ' অঞ্চলের দিকে যাইতেছিল সেই দলটি সেখানে উপস্থিত হয় এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ফাজর নামাযে কুর্‌আন পাঠ করিতে শোনে। তারপর তাহারা যে সব উক্তি করে তাহা এই সূরাহ জ্বিন্নের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

এই ধরণের আর একটি বিবরণ সূরাহ আল্ আহ্‌কাফ ঃ ২৯—৩২ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। আয়াতগুলির তারজামাহ এই—

"[হে রাসূল,] তুমি সেই সময়ের কথা স্মরণ কর যখন আমরা একদল জ্বিন্নকে তোমার দিকে চালিত করিয়াছিলাম। তাহারা চুপি চুপি কুর্‌আন শুনিতেছিল। অনন্তর তাহারা যখন উহার নিকট উপস্থিত হইল তখন তাহারা পরস্পরে বলিল ঃ চুপ করিয়া থাক। অতঃপর পড়া যখন সমাপ্ত হইল তখন তাহারা সতর্ককারীরূপে তাহাদের জাতির দিকে ফিরিয়া গেল। তাহারা বলিল ঃ হে আমাদের জাতি, নিশ্চয় আমরা এমন একটি গ্রন্থ শুনিয়া আসিলাম যাহা মূসার পরে অবতীর্ণ করা হইয়াছে ; উহা তাহার সম্মুখে বর্তমান কিতাবগুলির সত্যতা স্বীকারকারী এবং উহা ন্যায় ও সঠিক পন্থার দিকে চালিত করে। হে আমাদের জাতি, তোমরা আল্লাহের আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁহাকে বিশ্বাস কর তাহা হইলে তিনি তোমাদের পাপ হইতে তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং তোমাদিগকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইতে আশ্রয় দিবেন। আর কেহ যদি আল্লাহের আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তাহা হইলে সে এই পৃথিবীতে আল্লাহকে [তাঁহার পাকড়াও ব্যাপারে] অক্ষমকারী করিবার নহে। বরং তিনি ছাড়া তাহার কোন সাহায্যকারী অভিভাবকই নাই। তাহারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে।"

একটি প্রশ্ন—এই সূরাহ হইতে জানা যায় যে, জ্বিন্নের রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছিল এবং তাঁহার মুখে কুর্‌আন পাঠ শুনিয়াছিল। ইহা বাস্তব ও সর্ববাদীসম্মত ব্যাপার। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামও তাহাদিগকে দেখেন বলিয়া কোন ইঙ্গিত এই সূরায় না থাকিলেও তিনিও তাহাদিগকে পরে দেখিয়াছিলেন ও তাহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন কি ?

জ্বিন্নদের সহিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আলাপ আলোচনা

ইব্‌নু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জ্বিন্নদিগকে দেখেন নাই। একদল আলিম তাঁহার এই উক্তির সমর্থন করিতে গিয়া বলেন যে, কুর্‌আনে এমন কোন ইঙ্গিত নাই যাহা হইতে প্রমাণিত হইতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জিন্নদিগকে দেখিয়াছিলেন। আর ইব্‌নু মাস্‌উদ বর্ণিত যে হাদীসটিতে বলা হয় 'এক রাত্রিতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জ্বিন্নদের মাজলিসে উপস্থিত হন এবং মাজলিসের স্থান হইতে কিছুদূরে ইব্‌নু মাস'উদের চতুর্দিকে একটি রেখা টানিয়া উহার মধ্যে তাঁহাকে বসাইয়া এবং তাঁহাকে ঐ গণ্ডীর বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়া তিনি মাজলিসে যান। অনন্তর তিনি জ্বিন্নদিগকে ইসলাম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্বন্ধে অবহিত করেন'—এই হাদীসটি যা'ঈফ হওয়ার কারণে উহা গ্রহণ যোগ্য নয় বলিয়া তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করেন। অধিকন্তু সাহীহ মুসলিম: ১।১৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইবনু মাস্'উদ নিজেই স্পষ্টভাবে বলেন: রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যে রাত্রিতে জিন্নদের সহিত সাক্ষাৎ করেন সেই রাত্রিতে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সাহাবীদের কেহই ছিল না।

কিন্তু ইবনু মাস্'উদ প্রমুখ আলিমগণ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জিন্নদের মাজলিসে উপস্থিত হন এবং তাহাদিগকে ওয়ায নাসীহতও করেন।

সাহীহ মুসলিম: ১।১৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু অনহু বলেন "এক রাত্রিতে আমরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গেই ছিলাম। তারপর তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া আমরা তাঁহাকে মাঠে, ময়দানে, গিরিবর্তসমূহে সন্ধান করিতে লাগিলাম। অনন্তর আমরা বলিলাম, তাঁহাকে জিন্নে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে অথবা গোপনে হত্যা করা হইয়াছে। ফলে আমরা চরম আশান্তিতে রাত্রি যাপন করিলাম। তারপর সকাল হইলে হঠাৎ আমরা দেখিলাম যে, তিনি হিরা' পর্বতের দিক হইতে আসিলেন। আমরা বলিলাম, "আল্লাহের রাসূল আমরা আপনাকে হারাইয়া আপনার বহু খোঁজ করিলাম। আপনাকে না পাইয়া চরম অশান্তির মধ্যে রাত্রি কাটাইলাম।" তখন তিনি বলিলেন, "জিন্নদের আহ্বানকারী আমার নিকট আসিলে তাহার সহিত আমি গিয়াছিলাম। অনন্তর আমি তাহাদের নিকট কুর্আন পাঠ করিলাম।

ইবনু মাস্'উদ বলেন; অনন্তর তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন এবং আমাদিগকে তাহাদের চিহ্ন ও তাহাদের আগুনসমূহের চিহ্ন দেখাইলেন। ইবনু মাস্'উদ আরও বলেন যে, জিন্নেরা তাঁহার নিকট খাদ্য সম্বল চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "যে পশুকে যাব্হ কালে আল্লাহের নাম লওয়া হইবে সেই পশুর হাড়ে তোমাদের হাত লাগিলে ঐ হাড়ে ঐ পশুটির জীবিতকালে যখন সর্বাধিক গোশত ছিল সেই সময়কার সমান গোশত ঐ হাড়ে পাইবে, এবং হালাল পশুর বিষ্ঠা অর্থাৎ উট, গরু, মহিষের গোবর, ভেড়া ছাগলের লাদি ইত্যাদি তোমাদের পশুর খাদ্যে পরিণত হইবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাহাবীদিগকে বলিলেন, "অতএব তোমরা এই দুইটি বস্তুযোগে ইস্তিন্জা' করিও না; কেন না এই দুইটি হইতেছে তোমাদের ভাইদের [ও তাহাদের জানোয়ারের] খাদ্য।"

সাহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, যে হালাল জানোয়ার আল্লাহের নাম লইয়া যবহ করা হয় তাহার গোশত খাওয়া হাড়ে তোমাদের হাত লাগিলে তাহাতে এত গোশত তোমরা পাইবে যত গোশত তাহার জীবদ্দশায় সর্বাধিক মোটা থাকা অবস্থায় ছিল। কিন্তু ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেই এই হাদীসটি বর্ণনা করিতে গিয়া আল্লাহের নাম লইয়া যাবহ করা' স্থলে আল্লাহের নাম না লইয়া যবহ করা' রিওয়ায়াত করেন। (তুহফাহ: ৪।১৮৩)

পরস্পরবিরোধী উক্তি দুইটির সমন্বয় করিতে গিয়া মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, যে জানোয়ার আল্লাহের নাম লইয়া যাবহ করা হয় তাহার

www.ahlehadeethbd.org

গোশ্‌ত-খাওয়া হাড়ে মুমিন জিন্নের হাত লাগিলে উহা গোশ্‌তে পূর্ণ হইয়া উঠিবে এবং যে জানোয়ার আল্লাহের নাম না লইয়া যাবহ করা করা হয় তাহার গোশত খাওয় হাড়ে অমুমিন জিন্নের হাত পড়িলে উহা ঐ ভাবে গোশতে পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

তারপর, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি অসাল্লাম মানুষের দিকে যেমন নাবী রাসূলরূপে প্রেরিত হন সেইরূপ তিনি জিন্নদের দিকেও নাবীরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এমত অবস্থায় জিন্নদের সহিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কথাবার্তা ও আলোচনা হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

তারপর অধিকাংশ তাফসীরকার স্বীকার করেন যে, জিন্নেরা একাধিকবার রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত মাজলিস ও আলাপ আলোচনা করেন। সুনান আবূ দাউদের ব্যাখ্যাকার মাওলানা খলীল আহমাদ তাঁহার 'বাযলুল মাজহুদ' গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা) লেখেন যে, জিন্নের দিকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লম ছয় বার গিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহার বিস্তারিত বিবরণ কিছুই দেন নাই। কাজেই ইহা তাঁহার একটি দাবী মাত্র—যাহার কোনই দালীল প্রমাণ তিনি পেশ করেন নাই। কাজেই আমরা তাহা মানিতে পারি না।

মাওলানা শাহ আবদুল 'আযীয সূরাহ আল্ জিন্নের তাফসীরে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও জিন্নদের মধ্যে সাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলেন তাহার সার মর্ম এই—

শাহ আবদুল আযীযের প্রদত্ত বিবরণ—তাঁহার মতে সূরাহ আল্-আহকাফের আয়াতগুলি (২৯-৩২) নাযিল হইবার পরে সূরাহ আল্-জিন্ন নাযিল হয় এবং সূরাহ আল্ জিন্ন উক্ত আয়াতগুলির ইঙ্গিত বহন করে। তাঁহার মতে সূরাহ আল্ জিন্ন নাযিল হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জিন্নদিগকে দেখেন নাই। আমার মতে ইব্‌নু আব্বাসের উক্তির তাৎপর্য ইহাই।

সূরাহ জিন্ন নাযিল হওয়া প্রসঙ্গে যে বিবরণ দেওয়া হয় তাহা এই যে, 'নাসীবীন' শহরের 'বানুস্‌সীসা' গোত্রের নয় জন জিন্ন অত্যাশ্চর্য অভিনব ঘটনাটির সন্ধানে 'তিহামাহ' অভিমুখে যাইবার সময় পথিমধ্যে 'নাখ্‌লাহ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ফাজরের নামাযে উচ্চস্বরে কুরআন পড়িতে শোনেন। ঐ নয় জনের মধ্যে তাহাদের গোত্রের দুই জন নেতা ছিলেন। তাঁহাদের এক জনের নাম ছিল যুবা'আহ। অনন্তর তাঁহারা নিজ জাতির নিকট গিয়া ঐ সংবাদ দেন। ফলে নাসীবীন ও নীনওয়া শহরদ্বয়ের জিন্নদের মধ্য হইতে ৯০ জন নেতা তাহাদের সৈন্যসমান্তসহ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মুখে কুরআন শুনিবার জন্য মাক্কাহ অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহারা মাক্কার নিকটবর্তী হইলে দলের উল্লেখিত নেতা যুবা'আহ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট গিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের আগমনের সংবাদ দেন এবং মুলাকাতের সময় ও স্থান জানিতে চাহেন। তাহাতে নাবী সল্লাল্লহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন যে, রাত্রিতে শি'বুল্ (হাজূন গিরিপ্রান্তর) নামক স্থানে সাক্ষাত দানই বাঞ্ছনীয় হইবে। তদনুযায়ী তিনি সেখানে গিয়া সারা রাত্রি ঐ জিন্নদের সামনে কুরআন তিলাওাত এবং ওয়ায নাসীহাত করেন। এই মাহফিলে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যোগদান করিতে যাইবার সময় তিনি ইব্নু মাস'উদকে সঙ্গে লইয়া যান।

(বলা বাহুল্য এই বিবরণ যে হাদীসটিতে রহিয়াছে সেই হাদীসটিকে মুহাদ্দিসগণ সর্বসম্মতিক্রমে যা'ঈফ বা দুর্বল বলিয়াছেন। যাহা হউক) তাঁহার মতে ইহাই ছিল জিন্নদের সহিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা।

উহার পর জিন্নদের সহিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যে মজলিস ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহা সাহীহ মুসলিম ঃ ১। ৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে এবং এই ঘটনা সম্বলিত হাদীসটির অনুবাদ ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে শাহ সাহেব বলেন, "ইহা হইতেছে জিন্নদের সহিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দ্বিতীয় আলোচনা সভা। এই সভা অনুষ্ঠিত হয় হিরা' পাহাড়ে—যাহাকে এখন 'সাওর পাহাড় বলা হয়। এই সভায় জাযিরা গুলির অর্থাৎ দ্বীপসমুহের অধিবাসী জিন্নেরা উপস্থিত হন।……রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সারা রাত্রি তাহাদিগকে শিক্ষা-দীক্ষা (তা'লীম ও তাল্‌কীন) দিতে থাকেন। এই হাদীস সাহীহ মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে।"

(উল্লিখিত সাক্ষাৎ দুইটি মাক্কায় থাকাকালে ঘটিয়াছিল। তারপর হিজরাত করার পরে সূরাহ আর্-রাহমান নাযিল হওয়ার পরে জিন্নদের সহিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তৃতীয় দফা মুলাকাতের বিবরণ পাওয়া যায়। শাহ সাহেব বলেন, 'সাহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জিন্নদের সামনে সূরাহ আর্-রাহমান পাঠ করিলে জিন্নেরা অত্যন্ত আদরের সহিত উহা শুনেন এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন 'ফাবি আইয়ি আলায়ি রব্বিকুমা তুকায্‌যিবান্' পড়েন তখন তাঁহারা বলেন, 'হে আমাদের রাব্ব্ আমরা তোমার দানগুলির কোন কিছুই অস্বীকার করি না।" ইহা ছিল জিন্নদের সহিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তৃতীয় দফা সাক্ষাৎ ও তৃতীয় আলোচনা সভা।

যাহা হউক সাহীহ যা'ঈফ উভয় প্রকার হাদীস হইতে জিন্নদের সহিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কেবলমাত্র তিন বার সাক্ষাতের প্রমাণ আমরা পাই ; আর সাহীহ হাদীস হইতে মাত্র দুই বারের প্রমাণ পাই। মাওলানা খালীল আহমাদের ছয় দফা সাক্ষাতের দাবী দেখিয়া আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়া এই ২।৩ দফা সাক্ষাতের বেশী সাক্ষাতের প্রমাণ খুঁজিয়া পাইলাম না। ছয় দফা কেন—দশ বিশ দফাও জিন্নদের সহিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাক্ষাৎ হইয়া থাকিতে পারে ; কিন্তু এই ২।৩ দফার বেশী দফা সাক্ষাতের প্রমাণ নাই।

যাঁহারা জিন্নদের সহিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাক্ষাতের কথা অস্বীকার করেন তাঁহাদের যুক্তিগুলির জওয়াব এখন দেওয়া হইতেছে।

(এক) ইব্নু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হুর উক্তি। তিনি সূরাহ জিন্ন প্রসংগে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জিন্নদিগকে দেখেন নাই।" অর্থাৎ সূরাহ আল্ জিন্নে যে

(৪৩৫ এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

بَابُ مَاجَاءَ فِي قَدَحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[ঊনত্রিংশ অধ্যায়]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পেয়ালা সম্বন্ধে হাদীসসমূহ

(١٩٦ - ١) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَدَحَ خَشَبٍ غَلِيظًا مُضَبَّبًا بِحَدِيدٍ فَقَالَ يَا ثَابِتُ هَذَا قَدَحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٠

(১৯৬—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান আল্‌হুসাইন ইবনুল্ অস্‌ওয়াদ আল্‌বাগ্‌দাদী. তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান ‘আম্‌র্ ইব্‌নু মুহম্মদ. তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান ‘ঈসা ইব্‌নু তহমান, তিনি রিওয়ায়াত করেন সাবিত হইতে, তিনি বলেন (একদা) আনাস ইব্‌নু মালিক আমাদের নিকট লোহা দিয়া জোড়ানো, কাঠের একটি মোটা পেয়ালা বাহির করিয়া আনেন। অনন্তর তিনি বলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পেয়ালা।

(১৯৬—১) এই হাদীসটি সহীহ বুখারী : ৪৩৮ এবং ৮৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

الْحُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ—আল্‌হুসাইনের পিতার নাম আলী এবং তাঁহার পিতামহের নাম আল্ আস্‌ওয়াদ। এখানে পিতার স্থলে পিতামহের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

قَدَحٌ : মাঝারি ধরনের বাটিকে কাদাহ বলা হয়। قَدَحُ خَشَبٍ : কাঠের তৈয়ারী পিয়ালা। পিয়ালাটি কোন্ কাঠের তৈয়ারী ছিল তাহা এখানে বলা হয় নাই। সহীহ বুখারীর ৮৪২ পৃষ্ঠায় হযরত আনাসেরই বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হইয়াছে যে, পিয়ালাটি ‘নুযার’ নামক কাঠের তৈয়ারী ছিল। বলা বাহুল্য ‘নুযার’ কাঠ দিয়াই সর্বোত্তম পিয়ালা তৈয়ারী হইত। ঐ হাদীসে আরও বলা হইয়াছে যে, উহা উত্তম (জাইয়িদ جَيِّدٌ) পিয়ালা ছিল এবং উহার পরিধির তুলনায় উহার গভীরতা বেশী (عَرِيضٌ) ছিল।

مُضَبَّبًا بِحَدِيدٍ : লোহা দিয়া জোড়ানো। অর্থাৎ ঐ পেয়ালাটির এক দিকে ফাটল ধরায় উহা যাহাতে ফাটিয়া আলাদা হইয়া না যায় এই জন্য [illegible]হার তার দিয়া ঐ ফাটলের স্থানটি কষিয়া বাঁধানো হইয়াছিল। কিন্তু ঐ তার দিয়া কখন্ জোড়ানো হইয়াছিল তাহার উল্লেখ এই হাদীসে নাই। যাহা হউক সাহীহ বুখারীর ৮৪২ পৃষ্ঠায় আনাস বর্ণিত ঐ হাদীসটিতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে—

www.ahlehadeethbd.org

(১৯৭—২) حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ثنا عمرو بن عاصم ثنا حماد بن سلمة ثنا حميد وثابت عن انس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن.

(১৯৭—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল্লাহ ইব্নু আবদুর রাহমান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আম্র্ ইব্নু 'আসিম' তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান হাম্মাদ ইব্নু সালামাহ তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান হুমাইদ ও সাবিত, তাঁহারা রিওায়াত করেন আনাস হইতে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে আমি এই পেয়ালা দিয়া সকল প্রকার পানীয় পান করাইয়াছি—পানি, নাবীয, মধু ও দুধ সবই।

كان قد انصدع فسلسله بفضة

ঐ পিয়ালাটি ফাটিয়া গিয়াছিল অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চাঁদির শিকল যোগে উহা জুড়িয়াছিলেন।"

সাহীহ বুখারীর ৪৩৮ পৃষ্ঠায় আনাস বর্ণিত ঐ হাদীসটিতে বলা হইয়াছে—

انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.

"পিয়ালাটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অনন্তর ঐ ফাটলের স্থানে চাঁদির শিকল লাগানো হইয়াছিল।"

প্রশ্ন উঠে, আনাস একই পিয়ালার বর্ণনা দিতে গিয়া উহার ফাটা বা ভাঙ্গা স্থল জোড়ানো প্রসঙ্গে কখনো লোহার তার এবং কখনো চাঁদির তারের কথা বলেন। ইহার সমন্বয় করিতে গিয়া মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, একাধিক স্থানে 'তার' দিয়া আঁটা হইয়াছিল—কোথাও লোহার তার দিয়া এবং কোথাও বা চাঁদির তার দিয়া।

(১৯৭—২) এই হাদীসটি পূর্বের হাদীসটির পরিপূরক। পূর্বের হাদীসটিতে যে পানপাত্রটির কথা বলা হইয়াছে সেই পানপাত্রটি দেখাইয়া আনাস রাঃ বলেন যে, তিনি ঐ পানপাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সকল প্রকার পানীয় পান করাইতেন—পানি, মধু দুধ ও নাবীয।

النبيذ : নাবীয। কোন পাত্রে কয়েকটি খুরমা অথবা কিছু পরিমাণ কিশমিশ সন্ধ্যায় ভিজাইলে সকালে এবং সকালে ভিজাইলে সন্ধ্যায় যে শরবত প্রস্তুত হয় সেই শরবতকে নাবীয বলা হয়। হযরত আনাসের উক্তির মর্ম এই যে, তিনি ঐ পাত্রটিতেই খুরমা অথবা কিশমিশ ভিজাইয়া রাখিতেন এবং ঐ পিয়ালাতে প্রস্তুত নাবীয পান করাইতেন।

সন্ধ্যায় অথবা রাত্রিতে শুইবার পূর্বে শুধু খুরমা অথবা শুধু মোনাক্কা অথবা শুধু কিশমিশ পানিতে ভিজাইয়া রাখিয়া পর দিন সকালে ঐ খুরমা মোনাক্কা কিশমিশকে চটকাইয়া যে শরবত প্রস্তুত হয় তাহাকে আরবী ভাষায় 'নাবীয' বলা হয়। অনুরূপভাবে ঐগুলি সকালে ভিজাইয়া সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে উহা চটকাইয়া 'নাবীয' প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু ঐ ফলগুলি কয়েক দিন ভিজাইয়া রাখা হইলে উহা আর 'নাবীয' থাকে না। তখন উহা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মদে পরিণত হইয়া হারাম হইয়া পড়ে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সচরাচর সকালে ঐ ফল ভিজানো 'নাবীয' সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে পান করিতেন এবং সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে ঐ ফল ভিজানো 'নাবীয' সকালে পান করিতেন। [আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বর্ণিত হাদীস—মুসলিম: ২ | ১৬৮; সাহ্‌ল্ ইব্‌নু সা'দ বর্ণিত হাদীস—বুখারী: ৭৪৭, ৭৭৮, ৭৭৯, ৮৩৭, ৮৩৮ এবং মুসলিম: ২ | ১৬৮, ১৬৯।]

একবার তৈয়ারী নাবীয কত দিন পর্যন্ত পান করা চলে?

সাহীহ মুসলিম: ২।১৬৮ পৃষ্ঠায় ইব্‌নু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, খুরমা বা কিশমিশ বা মোনাক্কা যে কোন একটি পদ রাত্রিতে শুইবার পূর্বে চামড়ার থলিতে (ছোট মশকে) ভিজাইয়া রাখিয়া ঐ নাবীয রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পরের দিন সকালে ও সন্ধ্যায়, দ্বিতীয় দিন সকালে ও সন্ধ্যায় এবং তৃতীয় দিন সকালে ও বৈকালে পান করিয়াছেন। তৃতীয় দিন বৈকালে পান করিবার পর কিছু বাঁচিয়া থাকিলে হয় উহা চাকর বাকরকে খাওয়াইয়াছেন অথবা ফেলিয়া দিয়াছেন।

উল্লিখিত হাদীস হইতে জানা যায় যে, চামড়ার থলিতে ভিজানো নাবীয ভিজাইবার সময় হইতে ৬০।৬৫ ঘণ্টা পর্যন্ত মদে পরিণত হয় না। বলা বাহুল্য চামড়ার ছোট মশক ছাড়া অন্য কোন পাত্রে নাবীয ভিজানো হইলে ঐ সময়ের বহু পূর্বে উহা মদে পরিণত হইবার সম্ভাবনা আছে।

নাবীয তৈয়ারী করা ব্যাপারে একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা এই যে, খুরমার নাবীয তৈয়ার করিতে হইলে শুধু খুরমাই ভিজাইতে হইবে। খুরমার সহিত কিশমিশ বা মোনাক্কা মিশাইয়া নাবীয করা চলিবে না—এমন কি খুরমার সহিত খেজুর মিশ্রিত করিয়াও নাবীয করা চলিবে না। অনুরূপ ভাবে কিশমিশ এবং মোনাক্কার নাবীয করিতে হইলে শুধু মোনাক্কা ভিজাইতে হইবে। ফল কথা, যে ফলের নাবীয করিতে হইবে কেবলমাত্র সেই এক পদই ভিজাইতে হইবে। একাধিক পদ মিশ্রিত করিয়া নাবীয তৈয়ার করিয়া পান করা চলে না। [বুখারী: ৮।৩৮ পৃ:; জাবির রা: ও আবূ ক্বাতাদাহ রা: বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিষেধাজ্ঞা।]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পিয়ালার সংখ্যা।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পাঁচটি পিয়ালার উল্লেখ পাওয়া যায় তন্মধ্যে চারিটি ছিল পানীয় পান করিবার পাত্র আর একটি পাত্র তাঁহার তক্তপোষের নীচে রাখা থাকিত। প্রয়োজন হইলে তিনি রাত্রিতে উহাতে প্রস্রাব করিয়া পাত্রটি প্রস্রাবসহ তক্তপোষের নীচে রাখিতেন। সকালে ঐ প্রস্রাব বাহিরে ফেলা হইত।

তাঁহার পান পাত্রগুলির একটির নাম ছিল আর্‌রাইয়ান্ বা পরিতৃপ্তকারী; দ্বিতীয়টির নাম ছিল মুগীস্ বা সিক্তকারী, তৃতীয়টি ছিল আনাস রা: এর বর্ণিত ফাটল বাঁধানো এই মধ্যমাকার পাত্রটি এবং চতুর্থটি ছিল কাঁচের নির্মিত পান পাত্র। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কাঁচের তৈয়ারী একটি পিয়ালা ছিল। তিনি উহাতে পান করিতেন।—ইবনু মাজাহ: ২৫৩ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بَاب مَاجَاءَ فِى صِفَةِ فَاكِهَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

[ত্রিংশ অধ্যায়]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ফলের বিবরণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

(١٩٨—١) حدثنا اسمعيل بن موسى الفزارى ثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر قال كان النبى صلى الله عليه وسلم ياكل القثاء بالرطب -

(١٩٩—٢) حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعى البصرى ثنا معاوية بن

(১৯৮—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইস্মা'ঈল ইব্নু মূসা আল্‌ফাযারী (ফাযারাহ গোত্রীয়), তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান ইবরাহীম ইব্নু সা'দ, তিনি রিওয়ায়াত করেন তাঁহার পিতা হইতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্নু জা'ফার হইতে, তিনি বলেন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পাকা খেজুর যোগে শশা-ক্ষীরা খাইতেন।

(১৯৯—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আবাদাহ ইবনু আবদুল্লাহ আল্‌ খুযা'ঈ আল্‌-বাস্‌রী (খুযা'আহ গোত্রীয় বাস্‌রার অধিবাসী). তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মু'আবিয়াহ ইবনু

(১৯৮—১) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহা জামি' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফাহ : ৩।৯১ পৃষ্ঠায়) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সাহীহ বুখারী : ৮১৮,৮১৯ পৃষ্ঠায় ; সাহীহ মুসলিম : ২।১৮০ পৃষ্ঠায় ; সাহীহ মুসলিম : ২।১৮০ পৃষ্ঠায় এবং ইব্‌নু মাজাহ : ২৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পাকা খেজুরযোগে কিস্‌সা' খাইতেন। কিস্‌সা' এক প্রকার ফল। এই ফল সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এই অধ্যায়ের শেষে করা হইবে।

(১৯৯—২) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফাহ : ৩।৯৬ পৃষ্ঠা) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সুনান আবূদাঊদ : ২।১৮০ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب ·

(٢٠٠-٣) حدثنا ابراهيم بن يعقوب ثنا وهب بن جرير ثنا ابي قال سمعت حميدا يقول او قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن انس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب

হিশাম, তিনি রিওয়ায়াত করেন সুফ্য়ান হইতে, তিনি হিশাম ইব্নু 'উর্ওয়াহ হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পাকা খেজুর যোগে খরমুজ খাইতেন।

(২০০—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইব্রাহীম ইব্নু য়া'কূব, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান ওয়াহাব ইব্নু জারীর, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আমার পিতা, তিনি বলেন আমি হুমাইদকে বলিতে শুনিয়াছি, (অথবা তিনি বলেন হুমাইদ আমাকে হাদীস শোনান)—ওয়াহাব বলেন হুমাইদ আমার পিতার বন্ধু ছিলেন—হুমাইদ রিওয়ায়াত করেন আনাস ইব্নু মালিক হইতে, তিনি বলেন আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে খরমুজ ও পাকা খেজুর এক সংগে খাইতে দেখিয়াছি।

এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পাকা খেজুর যোগে বিত্তীখ খাইতেন। বিত্তীখ এক প্রকার ফল। এই ফল সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হইবে।

(২০০—৩) জামি' তিরমিযীর ভাষ্যকার তাঁহার তুহ্ফাহ গ্রন্থে ৩।৯৬ পৃষ্ঠায় বলেন যে, ইমাম নাসা'ঈ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পাকা খেজুরযোগে খির্বিয খাইয়াছেন। খির্বিয এক প্রকার ফল। এই ফল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এই অধ্যায়ের শেষে করা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(٢٠١—٤) حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن عبد العزيز الرملى ثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن اسحق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم اكل القطيع بالرطب

(٢٠٢—٥) حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس ح وحدثنا اسحق بن موسى ثنا معن ثنا مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابى

(২০১—৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মদ ইব্নু য়াহয়া, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল আযীয আর্‌রাম্‌লী (সিরীয়াস্থ 'রাম্‌লাহ' নামক জনপদের অধিবাসী), তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল্লাহ ইব্নু য়াযীদ ইব্নুস্ সল্‌ত, তিনি রিওায়াত করেন মুহাম্মাদ ইব্নু ইস্‌হাক হইতে, তিনি য়াযীদ ইব্নু রুমান হইতে, তিনি 'উর্‌ওাহ হইতে, তিনি আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা হইতে রিওায়াত করেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পাকা খেজুর যোগে খরমুজ খাইয়াছেন।

(২০২—৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ ইব্নু সা'ঈদ, তিনি রিওায়াত করেন মালিক ইবনু আনাস হইতে—ইমাম তিরমিযী বলেন আমাদিগকে আরও হাদীস শোনান ইস্‌হাক ইব্নু মূসা, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মা'ন, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মালিক—তিনি রিওায়াত করেন সুহাইল ইবনু আবূ সালিহ হইতে তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ

(২০১—৪) এই হাদীস এবং এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় হাদীস উভয়ই এক।

(২০২—৫) এই হাদীসটি সাহীহ মুসলিম: ১।৪৪২ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

اذا رأوا اول الثمر... : সাহাবীগণ যখন (নিজ গাছে প্রথম ফল দেখিতেন.....। অর্থাৎ সাহাবীদের ফলের বাগানে বা ফলের গাছে যখন প্রথম ফলটি পাকিত বা খাইবার বা তুহ্‌ফাহ দিবার যোগ্য হইত তখন সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট হইতে বারাকাতের দু'আ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ঐ ফল তাঁহাকে তুহ্‌ফাহ দিতেন। তারপর 'ফল পাকিতে আরম্ভ হইয়াছে'—ইহা অবগত করানও তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য থাকিত।

اللهم بارك لنا في ثمارنا..... : হে আল্লাহ আমাদের ফলসমূহে বারাকাত দাও.....। অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাদের ফলগুলি বাড়াইয়া সুপক্ক করিয়া ও উহা যাবতীয় নৈসর্গিক বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

هريرة قال كان الناس اذا راوا اول الثمر جاءوا به الي النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا - اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك واني عبدك ونبيك وانه دعاك لمكة واني ادعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه - قال ثم يدعو اصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر •

রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে, তিনি বলেন লোকে অর্থাৎ সাহাবীগণ যখন (নিজ নিজ বাগানে) প্রথম ফল দেখিতেন তখন তাঁহারা ঐ নূতন ফল লইয়া নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আসিতেন। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন উহা লইতেন তখন তিনি বলিতেন, "হে আল্লাহ, আমাদের জন্য আমাদের ফলসমূহে বারাকাত দাও, আমাদের জন্য আমাদের শহরে বারাকাত দাও, আমাদের জন্য আমাদের সা' (প্রায় তিন সের শস্য ধরে এইরূপ কাঠা) পরিমাপে ও আমাদের ইব্‌রাহীম মুদ্দ (প্রায় তিন পোয়া শস্য ধরে এইরূপ কাঠা) পরিমাপে বারাকাত দাও। হে আল্লাহ, নিশ্চয় তোমার বান্দা, তোমার সুহৃদ ও তোমার নাবী এবং নিশ্চয় আমি তোমার বান্দা ও তোমার নাবী। আরো ইহা নিশ্চিত যে, ইবরাহীম মাক্কাহ শহরের কল্যাণের জন্য তোমার নিকট দু'আ করেন এবং আমি 'আল্ মাদীনাহ' শহরের কল্যাণের জন্য তাঁহার দু'আর অনুরূপ এবং উহার সংগে আরো অত পরিমাণ দু'আ তোমার নিকট করিতেছি" রাবী বলেন, তারপর তিনি যে ছেলেটিকে সবচেয়ে ছোট দেখিতেন তাহাকে ডাকিয়া ঐ ফল তাহাকে দিতেন।

উহাতে আমাদের জন্য মঙ্গল বৃদ্ধি কর। হে আল্লাহ, আমাদের এই শহরের রিয্‌ক বৃদ্ধি করিয়া ও এই শহরে ইসলামের বিধানগুলি সুদৃঢ় করিয়া এই শহরে বারাকাত দাও। হে আল্লাহ, আমাদের সা' ও আমাদের মুদ্দ, পরিমাণ খাদ্যে আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া উহাতে বারাকাত দান কর।

اللهم ان ابراهيم عبدك ونبيك وخليلك..... : হে আল্লাহ' নিশ্চয় ইব্‌রাহীম তোমার দাস, তোমার নাবী ও তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই কথাটি বলিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তিনি তাঁহার পিতৃপুরুষের দাসত্ব, নুবুওত ও বন্ধুত্বকে নিজ দু'আ কবুল হওয়ার জন্য অসীলাহ রূপে পেশ করেন। এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

وانى عبدك ونبيك : এবং নিশ্চয় আমি তোমার দাস ও তোমার নাবী বলিয়া নিজের দাসত্ব ও নুবুওতকে অসীলাহ রূপে পেশ করেন। ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌ সলাতু আস্‌সালামের বেলায় 'তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু' বলেন, কিন্তু নিজের বেলায় সেইরূপ কোন কথা বলেন নাই। ইহার কারন এই যে, প্রার্থনার বেলায় নিজের 'বন্ধুত্বের' দোহাই দেওয়া নিজের দাসত্বের দাবীর সহিত শোভা পায় না। অথবা পিতার সম্ভ্রমার্থে এবং নিজের দীনতা প্রকাশের জন্য 'হাবীবুকা' (তোমার বন্ধু) বা ঐরূপ কোন কথা উল্লেখ করেন নাই।

انه دعا لمكة : নিশ্চয় তিনি মাক্‌কাহ শহরের কল্যাণের জন্য তোমার নিকট দু'আ করেন। এই কথা বলিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যে দু'আটির দিকে ইঙ্গিত করেন তাহা এই—

فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات -

"[হে আল্লাহ,] অতএব তুমি লোকদের অন্তঃকরণকে [প্রান্তর বাসী] আমার এই বংশধরের দিকে ঝুঁকাইয়া দাও এবং তাহাদিগকে নানা প্রকার ফল হইতে আহার্য দান কর।"—আল্‌কুরআন, ১৪ :৩৭।

ইব্‌রাহীমের ঐ দু'আ কবুল হয় এবং তাহার ফলে মাক্‌কাহ বাসীগণ নিরাপদে মাক্‌কাহ শহরে বাস করিতে থাকেন এবং বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন প্রকার ফল মাক্‌কায় আমদানী হইতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি কি তাহাদিগকে (মাক্‌কাবাসীদিগকে) নিরাপদ হারাম শহরে অর্থাৎ মাক্‌কায় প্রতিষ্ঠিত করি নাই? আর আমার তরফ হইতে প্রদত্ত আহার্যরূপে তাহাদের দিকে কি হরেক রকম ফল আমদানী করা হয় না? (নিশ্চয় আমদানী করা হয়।) —আল্‌কুরআন, ২৮ : ৫৭।

ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌ সলাতু অস্‌সালামের দু'আকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি আসাল্লাম মাক্‌কার কল্যানের জন্য যথেষ্ট বিবেচনা করেন এবং সেই জন্য তাঁহার জন্মস্থান ও বাসস্থান হওয়া সত্বেও তিনি মাক্‌কার জন্য আর দু'আ করা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই বলিয়া উহার জন্য আর অতিরিক্ত দু'আ করেন নাই। ফলে তিনি কেবলমাত্র মাদীনাহ শহরের জন্য দু'আ করেন।

ثم يدعو اصغر وليد..... : তারপর তিনি যে ছেলেটিকে সব চেয়ে ছোট ··অর্থাৎ সেই সময় তিনি যদি তাঁহার পরিবারস্থ সব চেয়ে ছোট ছেলে দেখিতেন তাহা হইলে তাহাকে সেই ফল দিতেন; নচেৎ যে কোন ছোট ছলে দেখিতেন তাহাকেই সেই ফল দিতেন।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে ঐ নূতন ফল রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিজে খাইতেন না। ইহার রহস্য এই যে, নূতন ফল খাইবার জন্য সাধারণতঃ ছেলেরা লালায়িত থাকে এবং ঐ দিকে তাহাদের মন লাগিয়া থাকে দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধ নির্বিকার চিত্ত ও উত্তম স্বভাববিশিষ্ট মহৎ লোকেরা কোন কিছুরই জন্যই লালায়িত থাকেন না; তাঁহারা এই সবের বহু উর্ধে।

মাক্‌কাহ ও মাদীনাহ শহরদ্বয়ের শ্রেষ্ঠত্ব

পৃথিবীর যাবতীয় ভূভাগের মধ্যে মাক্‌কাহ ও মাদীনাহ শহরদ্বয়ের ভূভাগ সর্বশ্রেষ্ঠ'—এই ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। তারপর ইমাম মালিক বাদে আর সব ইমামের মতে সমগ্র মাদীনাহ শহর অপেক্ষা সমগ্র মাক্‌কাহ শহর শ্রেষ্ঠ। ইমাম মালিকের মতে মাদীনাহ শহরের যে ভূভাগে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সমাহিত রহিয়াছেন সেই ভূভাগ বাদে বাকী মাদীনাহ শহর অপেক্ষা সমগ্র মাক্‌কাহ শহর শ্রেষ্ঠ। তাঁহার মতে স্বর্গ, মর্ত, পাতালের সকল স্থান অপেক্ষা মাদীনার উল্লিখিত স্থানটি শ্রেষ্ঠ।

(৪৩৯-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

জিন্ন জাতির বিবরণ

(৪২৬-এর পাতার পর)

জিন্নদের উল্লেখ করা হয় সেই জিন্নদিগকে তিনি দেখেন নাই। আমরাও তাহাই বলি। তাঁহার উক্তির অর্থ এই নয় যে তিনি কখনও কোনও জিন্ন্ দেখেন নাই বা কোন জিন্নের সঙ্গে মোটেই আলোচনা করেন নাই।

(দুই) ইব্নু মাস্'উদের উক্তি। তিনি বলেন যে, লাইলাতুল্ জিন্ন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে তাঁহার সাহাবীদের মধ্য হইতে কেহই ছিল না। ইহার জওয়াব দুইভাবে দেওয়া হয়। প্রথমতঃ পূর্বেই বলিয়াছি যে, সাহীহ হাদীস হইতে কমপক্ষে দুই দফা এবং সাহীহ যা'ঈফ হাদীস মিলাইয়া তাহা হইতে কম পক্ষে তিন দফা জিন্নদের সহিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাক্ষাতের প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত লাইলাতুল্ জিন্ন (জিন্নের রাত্রিটি) ঐগুলির কোন একটি হইবে। সকল রাত্রি সম্বন্ধে এই কথা বলা হয় নাই। ইমাম মুসলিম তাঁহার সাহীহ হাদীস গ্রন্থটিতে ইব্নু মাস্'উদের এই উক্তি সম্বলিত হাদীসটি হিরা' পর্বতের ঘটনা সম্বলিত হাদীসটির পরে সন্নিবিষ্ট করেন। তাহা হইতে এই ইঙ্গিত গ্রহণ করা অবাস্তব হইবে না যে, তাঁহার ঐ উক্তিটির তাৎপর্য এই যে, যে রাত্রিতে মাক্কাতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই সেই লাইলাতুল্ জিন্নে তাঁহার সঙ্গে কোন সাহাবীই ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ এই উক্তিটিকে ব্যাপক ধরিয়া উহা যদি ঐ য'ঈফ হাদীসে বর্ণিত ঘটনাটির উপর প্রয়োগ করা হয় তবু ঐ ঘটনাটির পরিপন্থী হয় না; কেননা ঐ রাত্রিতেও ইব্নু মাসউদ জিন্নদের মাজলিসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন না। ঐ মাজলিস হইতে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন।

যাহাই হউক না কেন, সাহীহ মুসলিমে বর্ণিত যে হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে রাত্রিতে খুজিয়া না পাওয়ার কথা, পরদিন সকালে হিরা' পাহাড়ের দিক হইতে আগমনের কথা এবং সাহাবীদের ঐ স্থানে গিয়া চিহ্নসমূহ দেখার কথা রহিয়াছে তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, জিন্নদের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাল্লামের সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হওয়া সুনিশ্চিত এবং সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

॥ এ, বি, এম, মুজিবর রহমান ॥
সহকারী বিজ্ঞান শিক্ষক
সিদ্ধেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

মহাবিশ্বের বিস্ময়

মানুষের জ্ঞান যতই বিস্তার লাভ করিতেছে মানুষ ততই বিস্মিত হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ দৃষ্টিকে যিনি যত তীক্ষ্ণ করিতে পারিয়াছেন, সাধারণ চিন্তা শক্তিকে যিনি যত সূক্ষ্ম করিতে পারিয়াছেন তিনি ততই রহস্যময়ী ধরনীর রহস্য কিছু কিছু ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞান জগতের নিত্য নূতন নূতন আবরন উন্মোচন করায় এ ধরনীর নতুন নূতন রূপ দেখিয়া মানুষ মুগ্ধ হইতেছেন। তাহাদের লব্ধ জ্ঞানের ব্যাখ্যা শুনিয়া সাধারন মানুষ বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে। আকাশের দিকে মানুষ চিরকাল চাহিয়া দেখিয়াছে, বিভিন্ন যুগের মানুষ নক্ষত্রগুলির যে বিভিন্ন প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা আশ্চর্য্যজনক।

একটি বুদ্বুদকে বাতাসে যেরূপ ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়, আমাদের এই বিরাট পৃথিবী সেইরূপ পাহাড় পর্বত নদী নালা সাগর মহাসাগর দেশ মহাদেশ সব কিছু বুকে করিয়া কাহারও নির্দেশে অথবা কাহারও প্রয়োজনে ঠিক তেমনি ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ভাসিতে ভাসিতে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে সূর্য্যের চতুর্দিকে ভ্রমন করিয়া আসিতেছে। শুধু তাহাই নহে, তাহার এই চলার পথ যেন অজানা অদৃশ্য কোন কঠিন ধাতু দ্বারা এমনভাবে বাঁধা রহিয়াছে যে, পৃথিবী তিলমাত্র সেই পথ ছাড়া এদিক ওদিক যাইতে পারে না। সেই কক্ষপথ মেরামতের দরকার হয় না। এই পৃথিবী ছাড়া আরও ছোট বড় বিভিন্ন প্রকার কয়েকটি পৃথিবী মহা শূন্যে চলা ফেরা করিতেছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন দূর আকাশে যে হাজার হাজার তারকা দেখা যায় সেই গুলির অনেকই সূর্য্যের মত কিংবা সূর্য্যের চাইতে অনেক বড়। হাজার হাজার এমন তারকা রহিয়াছে যাহাদের চতুর্দিকে হয়ত আরও হাজার হাজার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। খালি চোখে মাত্র ছয় হাজারের মত তারকা আমরা দেখিয়া থাকি এবং হাজার হাজার অদেখা থাকিয়া যায়। যতই শক্তিশালী দূরবীন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে ততই বেশী তারকার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি শক্তিশালী দূরবীন দিয়া প্রায় একশত কোটিরও বেশী তারকা দেখা গিয়াছে।

এই সকল তারকার দূরত্ব সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা চিন্তা করাও কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। তখন মানুষের কাহারও কাহারও মনে ভাসিয়া উঠে পবিত্র কুর আনের মহাসত্য মহাবাণী

"তাহারা কি তাহাদের উপরের আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে নাই (এবং দেখে না) আমরা কি ভাবে উহা নির্মাণ করিয়াছি এবং শোভিত করিয়াছি। আর উহাতে কোন ত্রুটি নাই"

আলো প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল যাইতে পারে। উহা এক বৎসরে কতটুকু পথ চলে তাহা কল্পনা করা কত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এক বৎসরে চলে ১৮৬০০০ × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫ ৫৮৬৫৬৯৬০,০০,০০০ মাইল। অত মাইল দূরত্বকে একটি একক ধরিয়া উহার নাম দেওয়া হইয়াছে এক আলোক বর্ষ। পৃথিবী হইতে সব চাইতে নিকটে যে নক্ষত্রটি রহিয়াছে তাহা ৪¾ (সোয়া চার) আলোকবর্ষ দূরে। যে ধ্রুব নক্ষত্রটি উত্তর আকাশে সব সময় স্থির থাকিয়া অন্ধকার রাত্রিতে দিক নির্ণয়ে সাহায্য করিয়া থাকে তাহা পৃথিবী হইতে চল্লিশ আলোক বর্ষ দূরে আছে। কোন ক্রমে যদি এখন উক্ত নক্ষত্রটি ধ্বংস

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইয়া যায় তবে আজ হইতে চল্লিশ বৎসর পরে পৃথিবীর মানুষ উহা জানিতে পারিবে। আর একটি নক্ষত্র আছে তাহার নাম রিগেল। তাহা পৃথিবী হইতে পাঁচশত চল্লিশ আলোক বর্ষ দূরে রহিয়াছে। সেখানে যদি কোন লোক থাকিত আর এখনকার পৃথিবীর ঘটনাবলী সে যদি দেখিতে চাহিত তবে তাহাকে উহা দেখিতে হইবে ৫৪০ বৎসর পরে। কোন কোন তারকা আমাদের পৃথিবী হইতে লক্ষ লক্ষ আলোক বর্ষ দূরে রহিয়াছে। এই বার চিন্তা করা যাউক যে বিশ্বজগত কত বৃহৎ। ইহা স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিতে গেলেও মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। ধারনায় সকল শক্তি শেষ হইয়া যাইবে এবং সসীম মস্তিষ্কের গোপন জ্ঞানকক্ষে অসীমের পরিচয় জাগিবে।

এই অসীম বিশ্বের নিয়ম শৃংখলার কথা এইবার চিন্তা করিতে হয়। পৃথিবী যেমন সূর্যাকে প্রদক্ষিণ কালে তাহার কক্ষ ভুল করে না তেমনি অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহও নিজ কক্ষে অতি নিখুঁত ভাবে অবস্থান করিয়া লক্ষ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করে। কোন গ্রহ যদি কোন দিন কিছু মাত্র কক্ষচ্যুত হইয়া পড়ে তবে তাহা কোথা হইতে কোথায় চলিয়া যাইবে, অথবা কোন্ গ্রহের সহিত ধাক্কা খাইবে কিংবা কোন্ নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইয়া গলিয়া পুড়িয়া জলন্ত গ্যাস পিণ্ডে পরিণত হইবে তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। আকাশের দিকে যাহারা ভাল ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন তাহারা দেখিতে পাইয়াছেন দুধের মত সাদা একটি আলোর ঝালর রহিয়াছে যাহা আকাশের এক দিক চক্রবাল হইতে অন্য দিক চক্রবাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার ভিতরে রহিয়াছে দশ হাজার কোটি তারকা। সবাই আপন অক্ষে ও আসন কক্ষে আবর্তন করে। এবং তাহারা পরস্পর হইতে লক্ষ লক্ষ আলোক বর্ষ দূরে থাকে ও ভীষণ বেগে সুনির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিয়া চলে। সবারই গতি আসন্ন আসন্ন নিয়মে পরিচালিত।

এইবার অসীম আকাশ হইতে আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনা যাউক। পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থের অনু-পরমানুর অভ্যন্তরের খবর সম্পর্কে এইবার অবগত হইতে চেষ্টা করি। এই খানে মানব চক্ষু সম্পূর্ণ অচল। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চক্ষুর ক্ষুদ্র জিনিষ দেখিবার শক্তি কয়েক শত গুণ বৃদ্ধি করিয়াও অনু পরমানুকে দেখা যায় না। কয়েক লক্ষ গুণ বৃদ্ধি করিতেপারিলেও পরমানুকে সরাসরি দেখা সম্ভব হইবে না উক্ত অনু-পরমানুকে যদি সরাসরি দেখিতে পাওয়া সম্ভব হইত তবে দেখা যাইত তাহারা কি নিড়ব ভাবে পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া রহিয়াছে। এক বা একাধিক ইলেক্ট্রন একটি নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে নিজ নিজ কক্ষে আবর্ত্তন করিতেছে। ধাক্কা ধাক্কি নাই কক্ষচ্যুতি নাই, সে এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! এ যুগের আবিষ্কৃত সব চাইতে শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও এই পরমানু দেখা যায় না। এত ক্ষুদ্র পদার্থের মধ্যেও এত শৃংখলা এত নিয়মানুবর্ত্তিতা! বিস্ময়ের আর শেষ নাই।

কথিত আছে যে, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে একজন নাস্তিকের সামনে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যখন বলিয়াছিলেন যে, নদীতে একটি নৌকা ছিল। উহা কেহ তৈয়ার করে নাই, উহার মাঝি নাই, দাঁড়, পাল, চালক কিছুই নাই। কিন্তু সব সময়ই লোকের প্রয়োজন মত কূলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং লোকের প্রয়োজন মত নদী পার করিয়া দেয়। সেই নৌকাটি যাইতে দেরী হওয়ার কারণে এখানে আসিতে আমার দেরী হইল। তাহাতে নাস্তিক লোকটি বলিয়াছিল, ইহা অসম্ভব। ইহা কখনই হইতে পারে না। কাজেই এখন যদি বলা যায় যে, একখানি আকাশ-যান আছে, যাহার নির্মাতা নাই, পরিচালক নাই, কেহ পেট্রোল যোগায়না, ইঞ্জিন চালনা করে না। ইহা আপনা আপনি চলে। যাত্রীদিগের ইচ্ছা মত ইহা তাহা-দিগকে লইয়া আকাশে উড়ে এবং আপনা আপনি ইহা গন্তব্য বিমান বন্দরে অবতরন করে এবং নির্দিষ্ট নিয়মে আবার উড়িয়া যায়। কোন গোলমাল হয়না, নিয়মের কোন ব্যতিক্রম কখনও হয় না—একথা এ যুগের কেহ বিশ্বাস করিবে কি? এমন কথা কেহ বলিলে তাহাকে সকলে মিলিয়া কি পাগল ভাবিবে না? কিন্তু এই অসীম বিশ্ব

www.ahlehadeethbd.org

জগত, এত নিপুণভাবে সুনির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত ইহয়াও একদল মানুষের দ্বারা ইহার নিয়ামকের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। যাহারা এই বিশ্বজগতের স্রষ্টার, ইহার নিয়ামকের সন্ধান পান নাই অথচ ইহার বহু নিয়মের সহিত আবদ্ধ রহিয়াছেন তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি কোন ধরণের তাহা ভাবিয়া আরও বিস্মিত হইতে হয়। মহা বিশ্বের সকল বিস্ময় একত্রিভূত হইলেও বোধ হয় এত বড় বিস্ময় হইবেনা। যে মানুষের দেহ খানা একটি অতি বড় নিয়ম পালন কারী সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম যন্ত্র বিশেষ; যে মানুষ চক্ষু ছাড়া দেখিতে পায় না, কান ছাড়া শুনিতে পায় না সেই মানুষ কেন বুঝে না যে, কোন এক অজানা প্রভুর নির্দ্দেশ মত নাক চোখ ও কান নিজ কাজ করিয়া যাইতেছে। মানুষের হুকুমে চোখের দেখা কাজ নাক করিতে পারে না, কানের শোনা কর্তব্যটি জিহ্বা দ্বারা সম্পন্ন হয়না। ইহা ছাড়া যে দেহখানি সে পাইয়াছে সেই খাসি ফেলিয়া দিয়া অপর একটি দেহ তৈয়ার করিয়া লইতে সে পারেনা, কিংবা একটি দেহ ছাড়িয়া অন্য দেহের মধ্যে আশ্রয় লইতে পারে না। যে নির্মাতা এই দেহখানা গঠন করিয়া দিয়াছেন, যে নির্মাতা মস্তিষ্ককে চিন্তা করিবার যন্ত্ররূপে দান করিয়াছেন সেই মস্তিষ্ক দ্বারা অহংকার করিয়া কেহ যদি বলে যে, কোন কিছুর নির্মাতা নাই, মানুষের ও নির্মাতা নাই এবং সেই সঙ্গে চিন্তা করে যে, সে জ্ঞানী তবে বলিতে হয় এই জ্ঞান তাহাকে কে দিলেন?

অজানা নির্মাতার নির্মিত দেহ খানা যদি কেহ ফেলিয়া দিয়াও অপর একটি গঠন করিয়া লইতে পারিত তবুও তাহার দাবী যুক্তিসঙ্গত হইতে পারিত না।

বিজ্ঞানের বহু মানুষ পরম করুনাময় আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, একথা ভাবিতে অবাক লাগে। ঘটনা ঘটিতেছে এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ঘটিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিলেই বিজ্ঞানের মানুষ তাহার কারণ অনুসন্ধানে লাগিয়া যান এবং কত সুন্দর সুন্দর মহা আশ্চর্যজনক তথ্য পরিবেশন করিয়া ফেলেন। এমনি করিয়াই তো আবিষ্কৃত হইয়াছে বিজ্ঞানের বহুসূত্র। বহু দিনের শ্রম ও সাধনার ফলে সেই সূত্রগুলির সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন ধরা যাউক পদার্থের পরমাণু গুলির গঠন-প্রক্রিয়া। ইহা এতই ক্ষুদ্র যে লক্ষ লক্ষ-গুণ শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও ইহা দেখা যাবে না। তথাপি না দেখিয়াই সকল আবিস্কৃত অনুগুলির উপাদান ও গঠনের চিত্র মানুষ জানিতে পারিয়াছে ও সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। না দেখিয়া কেবল মাত্র জ্ঞান ও যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া ইহার সকল অবস্থা ও আকৃতিকে জ্ঞানীগণ বিশ্বাস করিতেছেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, নিউক্লিয়াস গুলির চতুর্দিকে ইলেকট্রন-গুলি কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া আবর্তন করিয়া চলিয়াছে কোন দিন নিয়ম ভঙ্গ করিতেছে না। নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে থাকিয়াই ইহা রূপ পরিবর্তন করিতেছে। নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ইহা লয় প্রাপ্ত হইয়া শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে। এত ধরা বাঁধা এত সুক্ষ্ম যেখানে নিয়ম কানুন সর্বদায় পরিদৃষ্ট হইতেছে সেখানে উহার কোন নিয়ামক নাই এ কথা কোন কার্য্য কারণে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক মানুষ কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে?

এখন মানুষের মনের কথা আলোচনা করা যাউক। মনের অস্তিত্ব যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা কি প্রকার? কোন পদার্থ দ্বারা ইহা গঠিত, কোথা হইতে আসে আর কোথায় যায়? এসব কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেহই সহজে ইহার জবাব দিতে পারিবে না। পদার্থ বিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ইত্যাদি যত প্রকার বিজ্ঞানের ডিরেক্টরী আছে তাহাদের কোনটিতেও ইহার জবাব মিলিবে না। যাহার কোন পরিচয়ই কেহ জানে না সেই মনকে লইয়া সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত। মনের অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে তাঁহাতে কাহারও অসুবিধা হয়না।

বৈজ্ঞানিক মন বড়ই অনুসন্ধিৎসু—। সে যাহা ঘটিতে দেখে তাহার কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া সে বহু রহস্যের গোপন তথ্য জন সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া থাকে সে নিজেও বিস্মিত হয় এবং পৃথিবীর সকল মানুষকে বিস্মিত করে। হয়ত এমন দিন আসিয়া পড়িবে যে দিন বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণ ঘটনা প্রবাহ কেমন করিয়া ঘটতেছে তাহা আবিষ্কার করিতে করিতে যিনি উহা ঘটাইতেছেন তাহার সন্ধান পাইয়া বসিবে। মহা বিশ্বের সকল রহস্যের গোপন কৌশল সেইদিন উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে। সেইদিন বিজ্ঞান পূর্ণ হইবে। তখন সকল বিস্ময়ের সমাপ্ত ঘটিবে।

www.ahlehadeethbd.org

(৪৩৪-এর পাতার পর)

(٢٠٣-٦) حدثنا محمد بن حميد الرازي ثنا ابراهيم بن المختار عن محمد بن اسحق عن ابي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه اجر من قثاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فاتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملا يده منها فاعطانيه •

(২০৩—৬) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মদ ইবনু হুমাইদ আর্-রাযী তিনি বলেন, আমাদিগকে হাদীস শোনান ইব্রাহীম ইবনুল্ মুখতার, তিনি রিওয়ায়াত করেন মুহাম্মাদ ইবনু ইস্হাক হইতে, তিনি আবূ 'উবাইদাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আম্মার ইবনু য়াসির হইতে, তিনি রুবায়্যি' বিন্তু মু'আওওয়ায ইবনু 'আফ্রা' হইতে, তিনি বলেন (আমার চাচা) মু'আয ইবনু 'আফরা' আমাকে খেজুর পাতার তৈয়ারী একটি ছোট ঝুড়িতে কিছু পাকা খেজুর এবং তাহাতে শোঁয়া যুক্ত কয়েকটি কচি শশাসহ পাঠান। আর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শশা (খাইতে) ভালবাসিতেন। তনন্তর উহা লইয়া আমি তাঁহার নিকট যাই। ঐ সময় তাঁহার নিকট সাজসজ্জার কিছু উপকরণ ছিল। উহা বাহ্রাইন প্রদেশ হইতে তাঁহার নিকট আসিয়াছিল। অনন্তর তিনি উহা হইতে এক মুঠ ভরিয়া লইয়া উহা আমাকে দেন।

(২০৩-৬) عليه : উহার উপর অর্থাৎ ঝুড়িটির উপর। ইহার 'অর্থ খেজুরের উপর' নহে।—

اجر—মূলে اجرو (আজরুউন) ছিল। ইহা جرو (জারউন) এর বহুবচন শব্দের চতুর্থ অক্ষর 'ওাও' অক্ষরটিকে 'য়া' করা হইল এবং উহার সহিত সমঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া উহার পূর্ব অক্ষরে যের দেওয়া হইল। اجرى (আজরিয়ুন) হইল। অনন্তর قاض এর নিয়ম অনুসারে اجر (আজরিন) করা হইল।

তারপর এই শব্দটি পরে আনীত মুবতাদা' বা উদ্দেশ্য পদ হওয়ার কারণে ইহা রাফ্' অবস্থায় রহিয়াছে। ইহার অর্থ ছোট শাবক গুলি, ছোট বাচ্চাগুলি

عليه اجر—'আলাইহি আজরিন্' স্থলে কোন কোন প্রতিলিপিতে 'আলাইহি আখারু' আছে। তখন অর্থ হইবে, 'ঐ ঝুড়ির উপরে আর একটি ঝুড়ি ছিল। সেই ঝুড়িতে শশা-ক্ষীরা ছিল।

زغب যুগবুন। ইহা 'আয্গাবু' এর বহু বচন (আহমারু : হুমরুন্ এর মত)। ইহাকে 'আজরিন্' এর বিশেষণ ধরিয়া যুগবুন্ মারফু' পড়াই অধিকতর ব্যাকরণ সম্মত কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে কিস্সা'ইন্ এর্ বিশেষণ ধরিয়া যুগ্বিন্ (মাজরূর) পড়েন।

اتيته به : আমি তাঁহার নিকট আসিলাম ঐ কানা' বা ঝুড়ি লইয়া। কিন্তু কোন কোন প্রতিলিপিতে اتيته بها পাওয়া যায়। তখন 'বিহা'-এর 'হা' স্ত্রীলিঙ্গ বাচক সর্বনামটিকে 'উল্লিখিত বস্তুগুলি' উহ্য বিশেষ্যের পরিবর্তে ধরিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

(٢٠٤—٧) حدثنا علي بن حجر انبانا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب واجر زغب فاعطاني ملء كفه حليا او قالت ذهبا ٭

(২০৪—৭) আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আলী' ইব্‌নু হুজ্‌র্, তিনি বলেন আমাদিগকে লিখিত হাদীস দিয়া ইহা বর্ণনা করিবার অনুমতি দেন শারীক, তিনি রিওয়ায়াত করেন আবদুল্লাহ ইব্‌নু মুহাম্মদ ইব্‌নু 'আকীল হইতে, তিনি রুবইয়্যি' বিন্‌তু মু'আওওয়ায ইব্‌নু 'আফরা' হইতে, তিনি বলেন আমি খর্জুর পাতার তৈয়ারী একটি ছোট ঝুড়িতে কিছু পাকা খেজুর ও শোঁয়াযুক্ত কয়েকটি কচি শশা লইয়া নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট যাই। অনন্তর তিনি তাঁহার মুঠ ভরিয়া অলংকার (অথবা তিনি বলেন স্বর্ণ) আমাকে দেন।

حلية: সাজসজ্জার উপকরণ। কাজেই ইহা তৈয়ারী অলংকারের উপর যেমন প্রয়োজ্য হয় সেইরূপ ইহা সোনার তাল, পিণ্ড বা দণ্ডের উপরও প্রযোজ্য হয়।

من البحرين—আল্‌বাহ্‌রাইন হইতে; অর্থাৎ আল্‌বাহ্‌রাইনের খিরাজ হইতে। আল্‌বাহ্‌রাইন আরব দেশের আল্‌বাসরাহ ও 'উম্মান অঞ্চলদ্বয়ের মধ্যবর্তী একটি প্রদেশ। ইহা নাজ্‌দ্ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

ملء يده: এক হাত পূর্ণ করিলেন। অর্থাৎ তিনি এক মুষ্টি দিয়াছিলেন। দুই মুষ্টি বা অঞ্জলি ভরিয়া দেন নাই।

(২০৪—৭) ইহা পূর্ববর্তী হাদীসটির অনুরূপ। এই হাদীসে ঐ 'হিল্‌য়াহ' সম্বন্ধে নিম্নের কোন বর্ণনাকারীর সন্দেহ হয়। তাই তিনি বলেন যে, ঐ সাহাবীয়া মহিলা 'সোনা' বলিয়াছিলেন কি অলংকার বলিয়াছিলেন তাহা আমার স্মরণ নাই। তবে তিনি এই দুইয়ের একটি যে বলিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত।

এই অধ্যায়ের প্রথম ও ষষ্ঠ হাদীসে কিস্‌সা' (قثاء) দ্বিতীয় ও চতুর্থ হাদীসে বিত্তীখ (بطيخ) এবং তৃতীয় হাদীসে খির্‌বিয উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু অলাইহি অসাল্লাম এই ফলগুলি খেজুরের সাথে খাইতেন। তাহা ছাড়া সুনান আবূ দাউদ: ২১৮০ পৃষ্ঠায় আ'য়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা হইতে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পাকা খেজুর যোগে 'বিত্তীখ' খাইতেন এবং বলিতেন, "উহার উষ্ণতাকে ইহার শৈত্য এবং ইহার শৈত্যকে উহার উষ্ণতা বিনাশ করে।"

ইহা জানা কথা যে, পাকা খেজুরের ক্রিয়া গরম। কাজেই কিস্‌সা', বিত্তীখ, খিরবিয ইত্যাদির ক্রিয়া ঠাণ্ডা হইবে।

কিস্‌সা' (قثاء) বলিয়া ক্ষীরা, শশা কাঁকুড় জাতীয় ফলগুলি বুঝায় এবং বিত্তীখ বলিয়া খরমুজ বুঝায়। আর খির্‌বিয্ ফার্সী 'খারবুজাহ' এর আরবী রূপ। ইহা বলিয়াও খরমুজ বুঝায়। প্রশ্ন উঠে, হলুদ বর্ণের পাকা খরমুজের ক্রিয়া গরম। কাজেই 'বিত্তীখ' বলিয়া খরমুজ না বুঝাইয়া সবুজ বর্ণের তরমুজ বুঝাইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ ইহার অর্থ খরমুজই বটে; আর কচি শশা, ক্ষীরা, কচি কাঁকুড় ও কচি খরমুজের ক্রিয়া ঠাণ্ডা এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, এইসব কচি খাদ্য সহযোগেই পাকা খেজুর যোগে খাইতেন। এই অধ্যায়ের শেষ হাদীস দুইটিতে আজ্‌রিন্ অর্থাৎ এই ফলগুলি এবং 'যুগবুন্' অর্থাৎ শোঁয়াযুক্ত বলিয়া কচি শশা, কচি ক্ষীরা, কচি কাঁকড় ও কচি খরমুজের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

যে কথা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি

কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নার পূর্ব পাকিস্তান বাসীদের প্রতি একটি স্মরণীয় ভাষণ

পাকিস্তানের কাহিনী, পাকিস্তান সংগ্রামের কাহিনী এবং পাকিস্তান অর্জনের কাহিনী বিপুল বাধাবিপত্তির মুখে মহান মানবিক আদর্শকে টিকিয়ে রাখারই কাহিনী।

মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব এবং মানুষে মানুষে সাম্য—এসবই হলো আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আমরা পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছিলাম, কেননা এ উপমহাদেশে এসব মানবিক অধিকার অস্বীকৃত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল।

বৈদেশিক শাসক ও জাতিভেদ-প্রথা-সমৃদ্ধ সমাজ পদ্ধতির শতাব্দীব্যাপী দ্বৈত নাগপাশই আমাদের এইসব আদর্শ অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল। এই নাগপাশ দু'শ বছরেরও অধিককাল অব্যাহত ছিল। যতদিন পর্যন্ত না আমরা উপলব্ধি করেছিলাম যে, পরিণামে এটা মানুষ ও জাতি হিসাবে মুসলমানদের অস্তিত্ব পুরাপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আমরা পাকিস্তানের দাবী জানিয়েছিলাম, পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করেছিলাম এবং পাকিস্তান অর্জন করেছিলাম যাতে করে আমরা দৈহিক এবং মানসিক উভয় দিক থেকেই আমাদের নিজেদের সংস্কৃতি বুদ্ধি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করতে পারি।

অবশ্য এমন অনেক মুসলমানও ছিলেন যারা ছিলেন এ ব্যাপারে নির্বিকার। কারো কারো ভয় ছিল। কারণ তাদের নিজেদের স্বার্থ ছিল এবং তাঁরা ভেবেছিলেন তাঁদের সে স্বার্থ ব্যাহত হতে পারে। কেউ কেউ শত্রুদের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছিলেন এবং আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। কিন্তু আমরা আমরণ সংগ্রাম করেছিলাম এবং আল্লাহর দয়া ও সহায়তার বলে পাকিস্তান অর্জন করে দুনিয়াকে হতবাক করে দিয়েছিলাম।

আমাদের যেসব বাধাবিপত্তি পার হতে হয়েছিল এবং এখনো যে সব বিপদ আমাদের সামনে ওৎপেতে রয়েছে সে সম্পর্কে আমি আপনাদের কিছু বলিতে চাই।

পাকিস্তান অর্জন প্রতিহত করার আশাভঙ্গের দরুন হতাশ হয়ে আমাদের শত্রুরা আমাদের দুর্বল ও ধ্বংস করার জন্য অন্যবিধ উপায় বের করার প্রতি মনোযোগ দেয়। ফলে এই নয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে পাঞ্জাব ও দিল্লীর ধ্বংসযজ্ঞ। হাজার হাজার নর নারী ও শিশুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় এবং লক্ষ লক্ষ পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। মাত্র সপ্তাহকাল সময়ের মধ্যেই পাঞ্জাবে এ ধরণের প্রায় ৫০ লক্ষ লোক আগমন করে। দৈহিক ও মানসিক ভাবে ক্ষতবিক্ষত এই সব দুর্ভাগ্য বাস্তুহারাদের সেবা ও পুনর্বাসন এমন একটি জটিল সমস্যা হয়ে দেখা দেয় যার ফলে অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রও ধ্বংস হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু আমাদের যে সকল শত্রু এই উপায়ে পাকিস্তানকে আতুর ঘরেই বিনষ্ট করবে বলে আশা করেছিল, তাদের হতাশ হতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হয়। পাকিস্তান যে কেবল এই মারাত্মক আঘাত কাটিয়ে উঠে টিকে থাকে তাই নয় বরং পূর্বের চাইতে আরও বেশী শক্তিশালী, আরও বেশী সুশৃঙ্খল এবং অধিকতর সুসজ্জিত হয়ে উঠে।

নবীন রাষ্ট্র পাকিস্তানকে আতুর ঘরেই গলা টিপে মারর এই প্রচেষ্টায় হতাশ হয়ে আমাদের শত্রুরা আশা করলেন যে, অর্থ-নৈতিক অপকৌশল দ্বারা হয়তো তাদের অন্তরের আশা সফল করা যাবে। আর তারপরই দ্রুত-গতিতে পরপর আসতে থাকলো অন্যান্য বাধা বিপত্তি। ভারত আমাদের প্রাপ্য নগদ অর্থ আটক করলো। আমাদের পাওনা সামরিক সরঞ্জাম আটক করা হলো এবং সর্বশেষে আপনা-দের প্রদেশের বিরুদ্ধে প্রায় পূর্ণাঙ্গ অর্থ-নৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করা হলো। দুনিয়ার শত্রুরাও বিদ্বেষ থেকে যতপ্রকার যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে, তার সবগুলো প্রয়োগ করে তারা ভবিষ্যদ্বাণী করলে যে, পাকিস্তান দেউলিয়া হয়ে যাবে এবং শত্রুর অগ্নি ও তরবারি যা করতে পারেনি, রাষ্ট্রের ধ্বসে যাওয়া আর্থিক অবস্থা তা চরিতার্থ করবে। কিন্তু এই ভবিষ্যৎ বক্তাদের সমস্ত আশাই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলো।

যে সব বিপদ আপদ ও ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানকে অগ্রসর হতে হয় সেগুলো এই নতুন রাষ্ট্রকে আরও শক্তিশালী করে একটি ইস্পাত কঠিন জাহাজের মত করে গড়ে তোলে এবং সে জাহাজ এখন ভবিষ্যতের অনির্দিষ্ট সাগরে পাড়ি জমানোর পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে।

আমরা আমাদের জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করেছি। আপনারা স্বভাবতঃই আশা করেছেন যে, আমাদের এই নবীন রাষ্ট্রকে আমাদের এই মনোমত করে অর্থাৎ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার কঠিন দায়িত্ব আমরা কিভাবে পালন করবো, সে সম্পর্কে আমি আপনাদের কিছু পরামর্শ দিতে চাই।

আপনাদের প্রথম কাজ হলো: আমরা যখন আজাদীর জন্য সংগ্রাম করেছিলাম, তখন যেসব সব সমস্যা দেখা দিয়েছিলো সেগুলোর সঙ্গে বর্তমানের সমস্যাবলীর সমাধানের মধ্যে যে প্রচেষ্টাগত তফাৎ রয়েছে সেটা অনুধাবন করা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সময় আমরা সরকারের সমালোচক ছিলাম, কারণ সে সরকার ছিল বিদেশী এবং সে জন্য ঐ সরকার পালটিয়ে আমরা আমাদের নিজেদের সরকার কায়েম করতে ছেয়েছিলাম। কিন্তু মনে রাখবেন এখন একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সুচিত হয়েছে, এটা আমাদের নিজেদের সরকার, আমরা একটি মুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মানুষ। আমরা কোন বিদেশী শাসনের নিগড়ে উৎপীড়িত বা নিপীড়িত হচ্ছি না। আমরা সে সব শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলছি, আমরা সে সব শৃঙ্খল ছুড়ে ফেলে দিয়েছি।

এখন আপনারা আপনাদের লক্ষ্য অর্জন করেছেন অর্থাৎ নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন আর অর্জন করেছেন এমন একটি দেশ যেখানে আপনারা স্বাধীনভাবে বাস করতে পারেন। অতএব আপনাদের দায়িত্ব এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যা-বলীর সমাধানের পথও এখন সে অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট বিশ্বের এই বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হয়। আমাদের ইতিহাসে এটা একটা স্মরণীয় দিন। কিন্তু এই স্মরণীয় দিনটিতে কেবল মাত্র একটি সরকারেরই জন্ম হয়নি, জন্ম হয়েছে একটি মহান রাষ্ট্র ও একটি 'মহান জাতির'—যার একটা অন্যটার পরিপূরক এবং উভয়ের অস্তিত্ব উভয়ের জন্য অপরিহার্য্য। আমাদের সবাইর জন্যই এখন যা দরকার, তা হলো গঠনমূলক মনোভাব—স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যে সংগ্রামী মনোভাব ছিল, সে মনোভাব নয়।

যতশীঘ্র আমরা নতুন অবস্থার সাথে আমাদের খাপ খাইয়ে নিতে পারি, যতশীঘ্র আমাদের মনের চোখে আমাদের রাষ্ট্র ও আমাদের জাতির অফুরন্ত সম্ভাবনার নব দিগন্ত ফুটে ওঠে, পাকিস্তানের জন্য ততই মঙ্গল। একমাত্র তখনই আমাদের সকলের পক্ষে মানুষের অগ্রগতি, সামাজিক বিচারবোধ, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা এবং আমাদের রাষ্ট্রগঠনে সমাজাদর্শের এক সীমাহীন সম্ভাবনার পেছনে এগুলিই মূলতঃ কাজ করছে।

আমি পুনরায় জোর দিয়ে উল্লেখ করছি যে, জাতীয় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজে মানবাত্মার সার্বিক বিধ্বংসের ভয়াবহতাই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করে তুলেছে। এখন যেহেতু আত্মস্বাধীনভাবে বাস করতে বা আশা পোষণ করতে সক্ষম, সেহেতু সে কেবল রাষ্ট্রকে নয়, জাতিকেও নতুনরূপে গঠন করতে আত্মনিয়োগ করবে।

১৪ই আগষ্ট আমরা এমন একটি রাষ্ট্র ও জাতি গঠনের দায়িত্বকে গ্রহণ করেছি, এ সত্য উপলব্ধি করার মত দ্রুত পরিবর্তনশীল মন নেই, এমন লোকও আমাদের মধ্যে আছে। আমি তাদের সীমাবদ্ধতা বুঝি এবং অনুধাবন করি। এটা স্বাভাবিক যে, কতক লোক তাদের চিন্তাধারায় বিদেশী সরকারকেই বেশ মূল্য দেয়।

স্বাধীনতা অর্জনে কঠোর স্পৃহা পোষণ করার চেয়ে তার বাস্তবায়ন অধিকতর কঠিন, একটি সরকার পরিচালনার চেয়ে জেলে যাওয়া বা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা সহজ। সমালোচনা করা সর্বদাই সহজ, দোষ খুঁজে বের করাও কোন সময় কঠিন কাজ নয়। মানুষ, তার জন্য যা করা হয়েছে, তাকে ভুলে যায়। সাধারণতঃ তারা না বুঝেও ঐগুলিই স্মরণে রাখে, যার ফলে তাদেরকে বিচার, দুর্যোগ, কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়ঃ

একটি বৃহদাকার শাসন ব্যবস্থায় ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক, এটা কিছুতেই আশা করা যায় না যে, তা ত্রুটিবিহীন হবে। জগতে এরূপ কোন দেশ হতে পারে না। আমি মনে করিনা যে, আপনাদের শাসন ব্যবস্থার ত্রুটী নেই, তা হতে পারে না। আমি বলি না যে, এর উন্নতি বিধানের কোন পথ নেই, আমি বলি না যে, সত্যিকার পাকিস্তানীদের নিরপেক্ষ সমালোচনা গৃহীত হবেনা। তা সব সময়ই অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু যখন আমি দেখি যে, আপনাদের অথবা যেসকল কর্তব্যপরায়ণ সরকারী কর্মচারিগণ আপনাদের জন্য দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন, তার স্বীকৃতি না দিয়ে কোন কোন মহল কেবলমাত্র অভিযোগ করেন এবং দোষ খুঁজেই চলেছেন, তখন আমি বেদনাবোধ করি। অতএব আপনাদের মঙ্গলের জন্য যা করা হয়েছে, অন্ততঃ তার স্বীকৃতি দিয়ে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তারপর অভিযোগ এবং সমালোচনা করুন। স্বাধীন মানুষের মতই আমাদের নিজেদের বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত।

আমি আমাদের কতিপয় লোকের মধ্যে একটি দুঃখজনক মনোভাব লক্ষ্য করছি যে সদ্য প্রাপ্ত স্বাধীনতা তাদেরকে যে মহান সুযোগ এবং গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে তাকে ভুলে এটাকে দায়িত্বহীন অধিকার (লাইসেন্স) হিসাবেই গ্রহণ করেছে। একথা সত্য যে, বৈদেশিক শাসনকে দূরীভূত করে জনসাধারণই এখন তাদের ভাগ্যের চূড়ান্ত নির্মাতা হয়েছেন। শাসনতান্ত্রিক উপায়ে তারা এখন যে কোন সরকার গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী। তবে তার অর্থ এ নয় যে কোন একটি দল আজকের জনসাধারণের নির্বাচিত সরকারের উপর বেআইনীভাবে তাদের মতামতকে আরোপ করার চেষ্টা করতে পারে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে সরকার এবং তার নীতি পরিবর্তিত হতে পারে। কোন যোগ্যতা সম্পন্ন সরকারই মুহূর্তের জন্যও বেপরোয়া ও দায়িত্বহীন লোকদের গুণ্ডামি এবং উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি বরদাস্ত করতে পারে না। তাকে তার সর্বশক্তি নিয়োগে এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমরা এটা স্পষ্ট বলে দিয়েছি যে, পাকিস্তান সরকার শান্তি ব্যাহত হতে দেবেন না, পাকিস্তান যে কোন মূল্যেই হোক আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন এবং কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতাই তারা বরদাশত করবেন না।

মনে রাখবেন, সরকারকে ক্ষমতাসীন করা বা ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার এখন আপনাদেরই হাতে। কিন্তু কোন উচ্ছৃংঙ্খল পদ্ধতিতে এটা আপনারা করতে পারবেন না। আপনাদের ক্ষমতা রয়েছে। আপনাদের সে ক্ষমতা ব্যবহারের কায়দা শিখতে হবে। আপনাদেরকে প্রশাসনিক কাঠামো উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। তেমন অসন্তোষের কারণ ঘটলে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে আপনারা এক সরকারকে সরিয়ে আর এক সরকারকে ক্ষমতায় বসাতে পারেন, অতএব গোটা ব্যাপারটা আপনাদের হাতে।

কিন্তু মনে রাখবেন যে, আপনাদের সরকার ঠিক আপনাদের নিজস্ব বাগানের মতো। আপনারা আপনাদের বাগানের উন্নতি জন্য যতটুকু চেষ্টা করেন বাগান ঠিক ততটুকু ত্ব নেন সুন্দর হয়ে গড়ে ওঠে। ঠিক এমনিভাবে একমাত্র আপনাদের দেশপ্রেম মূলক, সৎ ও গঠন মূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আপনাদের সরকারেরও শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে।

এটা সত্যি আনন্দের বিষয় যে, পাকিস্তানের জনগণ তাদের রাষ্ট্রের বিরাট সম্ভাবনার প্রতি সজাগ আছে। কিন্তু আমি অবশ্যই আপনাদের সতর্ক করে দেব যে, উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব যেমন বিপজ্জনক, অধৈর্য্যও তেমনি বিপজ্জনক। আমি আপনাদের জোর উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনারা ধৈর্য্য ধরুন এবং আপনাদের সরকারের পুরোভাগে যারা রয়েছেন তাঁদের সমর্থন করুন। তাঁদের প্রতি সহানুভূতি দেখান এবং তাঁদের যেমন আপনাদের অভাব অভিযোগ ও দুঃখ-দুর্দশা উপলব্ধি করার চেষ্টা করা উচিত, ঠিক তেমনিভাবে আপনারাও তাঁদের বিপদ-আপদ ও অসুবিধা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই সহযোগিতা, এই সৎ মনোভাব এবং এই সদিচ্ছাই একমাত্র পথ, যে পথে আপনারা আপনাদের অর্জিত পাকিস্তানকে যে কেবল অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন, তা নয়, বরং এটাকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসাবেও গড়ে তুলতে পারবেন।

পাকিস্তানের সামনে বিশেষ করে আপনাদের প্রদেশের সামনে এখনো যে বিপদ রয়েছে, সে সম্পর্কে আমি আপনাদের অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় সতর্ক করে দিতে চাই।

আমার স্থির বিশ্বাস, আপনারা অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে, পাকিস্তানের মতো একটি নবগঠিত দেশ-যে দেশ আবার দুটি ব্যাপক বিচ্ছিন্ন অঞ্চল নিয়ে গঠিত—তার উন্নতি, অগ্রগতি, এমনকি তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অঞ্চল নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি অত্যাবশ্যক।

পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রায় ১ হাজার মাইল ভারতীয় ভূভাগ দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এঅবস্থায় একজন বিদেশী ছাত্রের মনে প্রথমেই যে প্রশ্নটি জেগে উঠিতে পারে তা হলো—এটা কেমন করে হতে পারে? এত ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন দুটি অঞ্চলের মধ্যে কি করে সরকারী ঐক্য সম্ভব হতে পারে? এক কথায় আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। তা হলো: **'বিশ্বাস—সর্বশক্তিমান আল্লায় বিশ্বাস, আমাদের নিজেদের ও আমাদের ভাগ্যের উপর বিশ্বাস।**

আমরা মুছলমান। আমরা মহানবী মোহাম্মদ (দঃ)-এর শিক্ষা অনুসরণ করে চলি। আমরা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সদস্য এবং ভ্রাতৃত্ব সবারই সমান অধিকার, সমান মর্য্যাদা এবং সমান আত্মসম্মান রয়েছে। ফলে আমাদের মধ্যে রয়েছে একটি বিশেষ ও অত্যন্ত গভীর ঐক্যবোধ। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই যে মুসলমান, কেবল তাই নয়, আমাদের রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস, নিজস্ব আচার-পদ্ধতি ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং সেই সব চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোবৃত্তি যা জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলে। **আমরা মুসলমানরা এক আল্লাহ, এক গ্রন্থ পবিত্র কোরান এবং এক নবীতে বিশ্বাস করি। অতএব আমাদের অবশ্যই এক জাতি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, ঐক্য বল এ পুরানে প্রবাদটি আপনাদের জানা আছে, ঐক্যবদ্ধ থাকলেই আমরা টিকে থাকবো, আর বিভক্তি হলেই আমাদের পতন।**

আমি চাই যে, মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সংহতি গড়ে তোলার জন্য প্রত্যেক মুসলমানই তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

পাকিস্তান মুসলিম জাতির ঐক্যেরই মিলিত রূপ। অতএব এটা টিকে থাকবেই। খাঁটি মুসলমান হিসাবে আমাদের সেই ঐক্যকেই সতর্ক পাহারা দিয়ে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

আপনারা এখন একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আপনারা এখন একটি দেশ, একটি বিরাট দেশ আদায় করে নিয়েছেন। এ সমস্তটাই আমাদের, এটা কোন পাঞ্জাবী, কোন সিন্ধী, কোন পাঠান বা কোন বাঙ্গালীর নয়—এটা আপনাদের সকলের। আপনারা কি এটা গড়ে তুলতে চান? যদি চান তবে তার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত রয়েছে এবং সে শর্তটা হলো আমাদের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য ও সংহতি।

আমরা সবাই এখন পাকিস্তানী—বেলুচী, পাঠান, সিন্ধী, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী নই। পাকিস্তানী হিসাবেই আমাদের ভাবতে হবে, ব্যবহার করতে হবে এবং কাজ করতে হবে এবং পাকিস্তানী পরিচয়েই আমাদের গৌরববোধ করা উচিত—অন্য কোন পরিচয়ে নয়।

এখন আমি আপনাদের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমেরিকার কথা ধরুন। আমেরিকা যখন বৃটিশ শাসন ছিন্ন করে নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তখন সেখানে কতগুলো জাতি ছিল? এতে বহু জাতি ছিল। যেমন স্পেনীয়, ফরাসী, জার্মান, ইটালীয়, ইংরেজ, ওলন্দাজ এবং আরও অনেক। বেশ তারা সেখানে ছিলেন। তাদের অনেক অসুবিধাও ছিল। কিন্তু মনে রাখবেন তাদের জাতিগুলোর বাস্তব অস্তিত্ব ছিল এবং জাতি হিসাবে তারা বড়ও ছিলেন। সেক্ষেত্রে আপনাদের কিছুই ছিল না। আপনারা সবেমাত্র পাকিস্তান পেয়েছেন। কিন্তু সেখানে একজন ফরাসী বলতে পারতেন: আমি একজন ফরাসী এবং একটি বড় জাতির লোক ইত্যাদি। কিন্তু কি ঘটেছিল? তারা তাদের অসুবিধাসমূহ বুঝতে পেরেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ তাঁদের বিবেক ছিল এবং অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই তাঁদের সমস্যাবলী সমাধান করে ফেলেছিলেন এবং সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার বিনাশ সাধন করে নিজেদের আমেরিকান বলে পরিচয় দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন—জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ বা স্পেনীয়রূপে নয়। "আমি আমেরিকান, এবং আমরা আমেরিকান, এই মনোভাব নিয়েই তাঁরা কথা বলেছিলেন।

এবং আমাদেরও ঠিক এই ভাবেই চিন্তা করা, বাস করা এবং কাজ করা উচিত যে, আপনার দেশ পাকিস্তান এবং আপনি একজন পাকিস্তানী। আমরা বলতে চাই না কে বাঙ্গালী, কে পাঞ্জাবী, কে সিন্ধী, কে বেলুচী, কে পাঠান ইত্যাদি। অবশ্য এগুলো আমাদের অঙ্গ। মানুষ তার নিজের শহরকে ভালবাসবেই এবং তার কল্যাণের জন্য কাজ করবেই। আর বিশেষ করে এ কারণেও তাকে তার দেশকেও ভালবাসতে হবে এবং দেশের জন্য আরও ঐকান্তিকভাবে কাজ করতে হবে। স্থানীয় সম্পর্কেরও নিজস্ব দাম রয়েছে। কিন্তু 'সমষ্টি'কে বাদ দিয়ে 'ব্যষ্টি'র দাম ও শক্তি কতটুকু। তবু এই সত্যকে মানুষ অতি সহজেই ভুলে গিয়ে থাকে এবং স্থানীয় গোত্রীয় বা প্রাদেশিক স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের চাইতে বড় করে ভাবতে শুরু করে। আপনারা যখন প্রতিপত্তি—যার অর্থ বৃটিশ প্রতিপত্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বা স্থানীয় কর্ম স্বাধীনতার কথা বলেন, তখন সেটাকে বলা যায় সাবেক শাসনের জের। কিন্তু আপনাদের নিজেদের কেন্দ্রীয় সরকার ও তার ক্ষমতার বেলায় একই ধরণের চিন্তা অব্যাহত রাখলে তা হবে বোকামি। প্রাদেশিকতা অন্যতম অভিশাপ, শিয়া সুন্নী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকতাও ঠিক তাই।

আপনারা মনে করবেন না যে, আমি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করতে পারছি না। প্রায়শঃই এটা একটা বিষাক্ত চক্রে পরিণত হয়। আপনি যখন কোন বাঙ্গালীরা সাথে কথা বলেন, তখন সে বলে, "হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক কিন্তু পাঞ্জাবীরা বড়ই গোঁয়ার।" আপনি যখন কোন পাঞ্জাবী বা অবাঙ্গালীর সংগে কথা বলেন, তখন সে বলে, "হ্যাঁ, এইসব লোক আমরা এখানে থাকি, তা চায় না ; তারা চায় আমরা এখান থেকে চলে যাই।" এখন এটাই বিষাক্ত চক্র এবং আমার মনে হয় না যে, কেউ এই চীনা বাঁধাটির সমাধান করতে পারেন। প্রশ্নটা হলো, কে অধিকতর বিজ্ঞ, অধিকতর বাস্তবধর্মী ও অধিকতর রাষ্ট্রনায়কসুলভ হতে যাচ্ছেন এবং কে পাকিস্তানের সর্বাধিক সেবা করবেন ?

আমাকে যদি বলতে হয়, তবে আমি বলবো, আপনারা সবাই এখানে বহিরাগত। আদি বাসিন্দা ছিলেন কারা ? এখন যারা বাস করছেন, তারা নন। তবে আমরা বাঙ্গালী, আমরা সিন্ধী, আমরা পাঠান বা পাঞ্জাবী এসব কথা বলার দাম কি ?

আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করছি ঃ আপনারা ১৩শ বছর পূর্বে প্রদত্ত শিক্ষা ভুলে গেছেন ? ইসলাম আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে এবং আমি মনে করি, আপনারাও আমার সাথে একমত হবেন যে, আপনারা আর যাই হোন না কেন এবং যেখানেই থাকুক না কেন, আপনারা মুসলমান।

আমি এখন আপনাদের বলতে চাই যে, আপনারা এই প্রাদেশিকতা ত্যাগ করুন। কারণ যতদিন পর্যন্ত এই বিষকে আপনারা পাকিস্তানের রাজনীতিতে চালু থাকতে দেবেন, আমাকে বিশ্বাস করুন, ততদিন পর্যন্ত কখনও আপনারা একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে পারবেন না। এবং আপনারা যা অর্জন করবেন বলে আমি আশা করি, তা কখনই অর্জন করতে পারবেন না। যতদিন পর্যন্ত আপনারা এই বিষকে আমাদের রাজনীতি থেকে ঝেড়ে ফেলে না দেন, ততদিন পর্যন্ত কখনই আপনারা নিজেদেরকে একটি প্রকৃত জাতিতে পরিণত করতে পারবেন না। **অতএব আপনারা যদি নিজেদের একটি জাতিরূপে গড়ে তুলতে চান, তবে আল্লার কসম, এই প্রাদেশিকতা ত্যাগ করুন।**

আমাদের পূর্ববর্তী সরকারের জন্য এটা কোন সমস্যা ছিল না। এতে তাদের উদ্বিগ্ন হওয়ারও কিছু ছিল না। কারণ তাদের এখানে থাকার উদ্দেশ্য ছিল শাসনকার্য পরিচালনা করা, আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ব্যবসা বাণিজ্য করা এবং যত বেশী সম্ভব ভারতকে শোষণ করা। কিন্তু এখন আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা যদি নিজেদের প্রথমেই বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী ইত্যাদি এবং নিছক ঘটনাচক্রে মুসলমান ও পাকিস্তানী বলে ভাবতে শুরু করি, তবে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য, আর এটা হবে এমন একটা সময়ে, যখন আপনাদের রাষ্ট্র একান্ত নবীন এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিক থেকে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন। এই সন্ধিক্ষণে প্রাদেশিক, স্থানীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থকে বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় স্বার্থের উপরে স্থান দিলে, তা হবে আত্মহত্যারই শামিল।

পাকিস্তান অর্জন করার পর এখন কি সেটাকে আপনারা নিজেদের বোকামিতে ধ্বংস করতে চান ?

মনে করবেন না যে, এটা কোন দুর্বোধ্য অবস্থা। আমাদের শত্রুরা এই সম্ভাবনা সম্পর্কে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পূর্ণ সজাগ রয়েছেন এবং আমি আপনাদের সতর্ক করেদিতে চাই যে, ইতিমধ্যেই তারা এটার সুযোগ নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে এবং তাদের সেই ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে পাকিস্তানের শত্রুরা পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মারফত এই রাষ্ট্র বিনষ্ট করার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। এই সব প্রচেষ্টা প্রধানতঃ প্রাদেশিকতাকে উৎসাহিত করার আকার নিয়েছে।

আমি সোজাসুজি আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই—যে, ভারতীয় সংবাদপত্র জগৎ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা প্রতিহত করার জন্য সংগ্রাম চালিয়েছিল, সেই সংবাদপত্র জগতের রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর মুখে যখন হঠাৎ করে নরম সুরে পূর্ব্ব বাংলার মুসলমানদের 'ন্যায্য দাবীর' কথা শোনা যাচ্ছে, তখন কি আপনাদের মনে হয় না যে, এটা একটা খারাপ উদ্দেশ্যমূলক ঘটনা? এটা কি সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয় যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা থেকে মুসলমানদের বিরত করতে ব্যর্থ হয়ে এই সব প্রতিষ্ঠান এখন এক মুসলমানকে আর এক মুসলমানের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রচারণা চালিয়ে ভেতর থেকে পাকিস্তানকে বিনষ্ট করার প্রয়াস পাচ্ছে? এ জন্যই আমি চাই যে, আমাদের শত্রুরা আমাদের রাষ্ট্রে যে প্রাদেশিকতার বিষ প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে চাচ্ছে তার বিরুদ্ধে আপনারা সতর্কতা অবলম্বন করুন।

আমি আর একবার আপনাদের বলে দিচ্ছি যে, আপনারা পাকিস্তানের শত্রুদের খপ্পরে পড়বেন না। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আপনাদের মধ্যেও পঞ্চম বাহিনীর লোক রয়েছে এবং আমার বলতে দুঃখ হচ্ছে যে, তারা মুসলমান এবং দেশের সংহতি বিনষ্ট করার কাজে নিয়োজিত। বিদেশী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তারা অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকেন, কেউ কেউ এমন সব বিতর্কেও নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমাদের জনগণ উপলব্ধি করতে না পারলে সেগুলো জরুরী অবস্থার সময় পাকিস্তানের মূলেই আঘাত করতে পারতো। তাদের উদ্দেশ্য হলো, পাকিস্তানকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করা। আমি চাই যে, আপনারা সতর্ক হোন এবং কোন আকর্ষণীয় শ্লোগানে বিপথে না যান।

আমি অবশ্যই খোলাসাভাবে আপনাদের বলে দেব যে, আপনাদের মধ্যে কিছু কিছু কম্যুনিষ্ট এবং অন্যান্য এজেন্টও রয়েছে। এরাও বিদেশী অর্থে প্রতিপালিত। আপনারা যদি সতর্ক না হোন, তবে আপনারা বিনষ্ট হবেন। পূর্ব বাংলাকে ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত করা উচিত বলে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তা এখনো পরিত্যক্ত হয়নি, এখনো এটাই তাদের উদ্দেশ্য। আমার স্থির বিশ্বাস, অবশ্য আমার কোন ভয় নেই, তবে সতর্ক হওয়া ভালো—যে সকল লোক এখনো পূর্ব বাংলাকে ভারতে ফিরিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। এখনো যারা অলীক কল্পনা করছেন, তাদের আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই যে, পাকিস্তান ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করবে বা কেন্দ্রের সাথে মিলনের ইচ্ছা জানাবে বলে তাদের যে ধারণা রয়েছে, সে ধারণা যত তাড়াতাড়ি তারা ত্যাগ করেন ততই মঙ্গল। তারা মস্ত ভুল করছেন। আমরা আর ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ বরদাশত করতে যাচ্ছি না, আমরা আর পাকিস্তানের শত্রুদের বরদাশত করতে যাচ্ছিনা; আমরা আর আমাদের রাষ্ট্রের দেশদ্রোহী ও পঞ্চম বাহিনীর লোকদের বরদাশত করবো না। এসব কাজ যদি বন্ধ করা না হয় তবে আমার বিশ্বাস, আপনাদের সরকার পাকিস্তান সরকার কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তাদের সমূলে উৎপাটিত করবেন, কারণ তারা বিষের মত।

www.ahlehadeethbd.org

॥ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ॥

জাহানে ইসলামের ঐক্য

আরও একটি শুভ পদক্ষেপ

সূচনা

বিগত ২৬শে ডিসেম্বর হইতে ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানের সর্ব প্রধান নগর ও সাবেক রাজধানী করাচীতে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। এই সম্মেলনে পৃথিবীর ৪০টি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে ২৩টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ সরকারী পর্যায়ে যোগদান করেন। পাকিস্তান সরকার ছিলেন এই সম্মেলনের মেজবান রাষ্ট্র। মেজবান ছাড়া ২২টি মেজবান রাষ্ট্রের নামগুলি নিম্নে উল্লেখিত হইল ঃ

১। আফগানিস্তান, ২। আলজিরিয়া ৩। গিণী প্রজাতন্ত্র, ৪। ইন্দোনেশিয়া, ৫। মালয়েশিয়া, ৬। ইরান, ৭। জর্দান, ৮। কুয়েত, ৯। সউদী আরব, ১০। লেবানন, ১১। লিবিয়া, ১২। মৌরিতানিয়া, ১৩। মরক্কো, ১৪। নাইজার, ১৫। সেনিগাল, ১৬। সোমালিয়া প্রজাতন্ত্র ১৭। সুদান, ১৮। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, ১৯। তিউনিসিয়া ২০। তুরস্ক, ২১। ইয়ামান প্রজাতন্ত্র, ২২। মালী।

ইরাক, সিরিয়া, ক্যামেরুন, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, চাঁদ প্রজাতন্ত্র; দাহমী প্রজাতন্ত্র, আইভরি কোষ্ট প্রজাতন্ত্র, নাইজেরিয়া, সিয়েরা লিয়েন, টাঙ্গানিকা-জাঞ্জিবার, তজোল্যাণ্ড, আপার ভল্টা, দক্ষিণ আরব প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি দেশগুলি এইগুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে যোগদানকরে নাই। উল্লেখিত অধিকাংশ দেশই অতি ক্ষুদ্র এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে। সিরিয়া, ইরাক এবং নাইজেরিয়ার অনুপস্থিতিই বিশেভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য।

এই গুলি সম্মেলনে যোগদান না করিলেও সম্মেলনের গুরুত্ব খুব বেশী খাঁট হইয়া যায় নাই। যে ২৩টি রাষ্ট্র সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে ইহাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এবং অবলম্বিত কার্যক্রম মুসলিম জাহানের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের জন্য খুবই গুরুত্ববহ। যে সব দেশ এখন, যে কোন কারণেই, পিছাইয়া রহিয়াছে তাহাদের প্রবেশের জন্য দ্বার সব সময়েই অবারিত থাকিবে। তাহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া উহাতে প্রবেশ করিলে নিজেরাই উপকৃত হইবে, এবং বিশ্ব মুসলিমকেও উপকৃত করিবে।

পটভূমিকা

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীতে বর্তমানে ৪০টি মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশ বিদ্যমান। এই সব দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংখ্যা লঘিষ্ঠ মুসলমানের মিলিত সংখ্যা বর্তমানে ৭৫ হইতে ৮০ কোটি। ইসলামের শিক্ষামতে মুসলমান যেখানেই অবস্থান করুক—একে অপরের ভাই। ইসলাম ও ঈমান তাহাদের সাধারণ ঐক্যসূত্র। তাহাদের আল্লাহ এক, রসুল এক, কুরআন এক, কেবলা এক। আল্লার শেষ রসুল হযরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লার তরফ হইতে যে শিক্ষা বহন করিয়া আনিয়াছেন তাহাই তাহাদের জীবন বিধান, আর রসুলুল্লার (দঃ) জীবনাদর্শই তাহাদের সকলের বরণীয়, অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। আল-কুরআন দুনিয়ার সকল মুসলমানকে এখওয়াত বা ভ্রাতৃত্বরূপে অভিহিত করিয়াছে। সকল মুসলমান মিলিয়া এক উম্মতে মুসলিমা। সাম্য ও সমানাধিকারবাদ এই উম্মতে মুসলিমার শক্তি স্তম্ভ। উহা এমন স্তম্ভ

www.ahlehadeethbd.org

যাহার ভিতর কোন ছেদ নাই, জোড়া নাই, ফাঁপা নাই। উহা গলিত সীসকের ঘনীভূত একক রূপ। উহার আকৃতি ও প্রকৃতি একটি দেহের সঙ্গে তুল্য। দেহের এক অঙ্গে আঘাত লাগিলে সমস্ত দেহেই উহার অনুভূতি ছড়াইয়া পড়ে এবং গোটা দেহই বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠে। উম্মতে মুসলিমার কোন অংশ ও কোন অঙ্গের উপর অন্য কোন অংশ বা অঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। বিদায় হজ্জে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার শেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, "আরববাসীদের অনারবদের উপর, অনারবদের আরববাসীদের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, কৃষ্ণচম লোকদের উপর লাল বা সাদাচর্মের লোকদের যেমন কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, তেমনই লাল বা সাদা চর্মের লোকদের উপরও কাল চর্মের লোকদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই।" আল্লার দৃষ্টিতে সকলেই সমান। সর্বকার্যে, সর্বব্যাপারে ও সর্ব সুযোগে সকলের অধিকারও সমান।

মুসলমানের আল্লাহ এক ও একক। তিনি সার্বিক সার্বভৌমত্বের অধিকারী। সমস্ত শক্তির তিনিই একমাত্র উৎস। তাঁহার একত্ববাদের উপর অটল বিশ্বাস এবং তাঁহার প্রদত্ত জীবন বিধানের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সকল মুসলমানের ঐক্য ও সমানাধিকারবাদ মুসলিম জাতিকে এক দুর্জয় শক্তিতে এবং শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করিয়াছিল। তাহারা প্রত্যেকে আল্লার খলিফা আর সমগ্র মুসলিম দেশ লইয়া গঠিত হইবে একটা খেলাফত। দীর্ঘদিন তাহা ছিলও। কিন্তু ইসলামের আদর্শ এবং নবীর ছুন্নত পরিত্যাগের ফলে তাহাদের মধ্যে অনৈক্য ও দুর্বলতা দেখা দেয়। নীতি হইতে বিচ্যুত হওয়ার ফলে সর্বশেষ খেলাফতের আত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। অবশেষে ইউরোপের অন্ধ অনুকরণে ভৌগোলিক জাতীয়তা ও বস্তুতান্ত্রিকতার প্রভাবে ও আঘাতে ১৯২৪ সালে উম্মতে মুসলিমার ঐক্যের শেষ প্রতীক তুর্কী খেলাফতের উচ্ছেদ ও অবসান ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে ভৌগোলিক জাতীয়তা এবং বস্তুতান্ত্রিক জীবন দর্শনের প্রতি মুসলিম রাজ্য সমূহের সর্বনাশা প্রবণতার মুকাবেলায় "ইত্তেহাদে আলমে ইসলামীর' ডাক লইয়া আবির্ভূত হন এক বিপ্লবী মহাপুরুষ। এই অগ্নিপুরুষের নাম জামালুদ্দীন আফগানী। সমগ্র জাহানে ইসলাম বিশেষ করিয়া পারস্য, আফগানিস্তান, পাক-ভারত, তুরস্ক, মিসর প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্রে তিনি ইসলামের বিপ্লবী শিক্ষা এবং ঐক্যের আহ্বান জ্বালাময়ী ভাষা প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার প্রাণ-সঞ্জীবনী ভাষণ ও ক্ষুরধার লেখনী বিভিন্ন মুসলিম দেশে বহু অগ্নিপুরুষের জন্ম দেয়। তন্মধ্যে মিসরের আবদুহু, লেবাননের আল্লামা রশীদ রেযা, তুরস্কের, সারওয়াত বে ও আনওয়ার পাশা, সউদী আরবের ইবনে সউদ, ফেলিস্তিনের আলহুসাইনী, পাক ভারতের মওলানা শিবলী, আল্লামা সুলায়মান নদভী, মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, আল্লামা ইকবাল মোহাম্মদ আলী জিন্না প্রভৃতি ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইঁহাদের জীবনব্যাপী সাধনা ও কর্মতৎপরতায় মুসলিম জাহানের সর্বত্র মুসলিম জনমনে সর্বপ্রকার অধীনতার জিঞ্জির ছিন্ন করিয়া স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইবার এবং আলমে ইসলামের মধ্যে ইত্তেহাদ ও ইত্তিফাক প্রতিষ্ঠার এক দুর্নিবার আকাঙ্খা জাগ্রত হয়।

উহার ফলশ্রুতি স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই পাক-ভারতে খেলাফত আন্দোলন, মিসর তুরস্কে নব জাগরণ, সউদী আরবের নব উত্থান, আফগানিস্তান, পারস্য, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে নব জীবন স্পন্দন।

১৯২৪ সালে কামাল পাশা কর্তৃক খেলাফতের উচ্ছেদ সাধনে বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের ঐতিহ্যিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তিটিকে মিসমার করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু উহার প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইয়া যায়।

www.ahlehadeethbd.org

www.ahlehadeethbd.org

নানা কারণে খেলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই এবং এখনও উহার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয় নাই। ভবিষ্যতে হইবে কিনা এই মুহূর্তে তাহা বলারও উপায় নাই। কিন্তু মুসলিম দেশগুলির স্বৈচ্ছিক পারস্পরিক সহযোগিতায় তাহাদের বহু অভাব দূরীভূত এবং শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

রাবেতা আলমে ইসলামী

এই ধরণের উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই খেলাফত উচ্ছেদের মাত্র দুই বৎসর পর বাদশাহ আবদুল আযীয ইবনে সউদ কর্তৃক ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে হজ্জের মওসুমে পবিত্র নগরী মক্কা মুয়াযযমায় একটি বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন আহূত হয়। উক্ত সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে ৪০০ জন বিশিষ্ট ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা যোগদান করেন। পাক-ভারত হইতে আল্লামা সুলায়মান নদভী, মওলানা জাফর আলী খান, মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী এবং মওলানা সানাউল্লাহ যোগদান করেন। তিন দিবসব্যাপী উক্ত সম্মেলন শেষে রাবেতা আলমে ইসলামী নামে একটি বিশ্বমুসলিম সংস্থা গঠিত হয়। উক্ত সংস্থার উদ্দেশ্যরূপে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থিরীকৃত হয়ঃ

১। ইসলামের তবলীগরূপ ফরয কাজের দায়িত্বপালন, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ও ইসলামী আদর্শের ব্যাখ্যাদান ও প্রচার, ইসলাম সম্পর্কে সৃষ্ট সন্দেহ সমূহের অপসারণ, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির সমুদয় ষড়যন্ত্রের উৎপাটন এবং ভ্রাতৃত্বভাবের প্রসার।

২। মুসলিম বিশ্বের অসুবিধা ও বিপদাপদ দূরীকরণ এবং মুসলিম জাতির আকাঙ্খা অনুসারে বর্তমান সমস্যা সমূহের সমাধান।

৩। মুসলিম দেশগুলিতে ইসলামী শাসন কায়েমের চেষ্টা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাবেতা আলমে ইসলামী বরাবর চেষ্টা চালাইয়া আসিতেছে এবং সওদী আরবের পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সাহায্যের আনুকূল্যে উদ্দেশ্য পথে অনেক খানি সাফল্যও অর্জন করিয়াছে।

মুতামরে আলমে ইসলামী

পরবর্তী কালে মুতামরে আলমে ইসলামী নামে আর একটি মুসলিম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ফেলিস্তিনের গ্র্যাণ্ড মুফতী—সৈয়দ আল হুসায়নী ইহার প্রেসিডেন্ট এবং পাকিস্তানের জনাব এনামুল্লাহ খান উহার সেক্রেটারী জেনারেল। ১৯৫১ সালে শহীদে মিল্লত লিয়াকত আলী খাঁর পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহে করাচীতে একটি বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন এই মু'তামরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে আফ্রিকার সোমালী প্রজাতন্ত্রের রাজধানী মুগাদিশুতে উহার উদ্যোগে আর একটি সাফল্যমণ্ডিত বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক সম্মেলন বহু অনুষ্ঠিত হয়। উভয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মুসলিম ঐক্যের সহায়ক বহু বই পুস্তক এবং পত্র পত্রিকা ও ম্যাগাজিন প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। উভয় প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করার জন্যও রাবেতা উদ্যোগ গ্রহণ করে। সে উদ্যোগ পূর্ণ ফলপ্রসূ না হইলেও উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সহযোগিতার সহিত কাজ চলিতেছে।

শীর্ষ সম্মেলনের চেষ্টা

এত দিন পর্যন্ত রাবেত আলমে ইসালামী কেবল বেসরকারী নেতৃবৃন্দ ও ইসলামী সংস্থা সমূহের মধ্যেই সাড়া জাগাইতে সমর্থ হয়। অতঃপর মুসলিম রাষ্ট্র গুলিকে সরকারী পর্যায়ে একত্রে সমাবেশের চেষ্টা শুরু করা হয়। ১৯৬৫ সালে মক্কা মুয়ায়যমায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের একত্রিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সউদী আরবের বাদশাহ ফয়সল তিন বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট চিঠি লিখিয়া এবং ব্যক্তিগত ভাবে নিজে সাক্ষাৎ অথবা প্রতিনিধি প্রেরণ

Contents

Contents

করিয়া বিরামহীন ভাবে এই চেষ্টা চালাইতে থাকেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত ইসলামী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ইহার সমর্থন প্রদান এবং ১৯৬৮ সালে মক্কা মুয়াযযমায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে উহার পূর্ণ সমর্থন ও দাবী জানান সত্বেও মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানগণকে একত্রিত করা সম্ভব হয় না। অবশেষে মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি ইহুদী সাম্রাজ্যবাদের চরম আঘাত উক্ত চেষ্টাকে ফলবতী করিয়া তোলে।

মসজিদুল আকসার অবমাননা ও শীর্ষ সম্মেলন

মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের শীর্ষ সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা বহু পূর্বেই তীব্রভাবে অনুভূত হইলেও প্রধানতঃ আরব জাতীয়তার যে জগদ্দল ভূত আরব রাষ্ট্র-শাসকদের ঘাড়ে চাপিয়া রহিয়াছে তজ্জন উহা ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। সমগ্র জাহানে ইসলামের অতি প্রিয় পবিত্র মসজিদুল আকসার বে-হুরমতি ও আংশিক বিধ্বস্তি অবশেষে তাহাদিগকে ১ মাসের মধ্যে একত্রিত করিতে সমর্থ হয়। মরক্কোর রাজধানী রাবাতে ১৯৬৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বরে এই ঐতিহাসিক সম্মেলন শুরু হয়। উহাতে ২৫টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্র প্রধান অথবা তাহাদের বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। রাষ্ট্রগুলির নাম হইতেছে ঃ

আফগানিস্তান, আলজিরিয়া, সউদী আরব, গিনী, ইন্দোনেশিয়া, ঈরান, জর্দান, কোয়েত, লেবানন, মালয়েশিয়া, মালী, লিবিয়া, মৌরিতানিয়া, নাইজিরিয়া, পাকিস্তান, মিসর, সেনিগাল, সোমালিয়া, সুদান, তুরস্ক, দক্ষিণ ইয়ামন, চাদ, তিউনিসিয়া, ইয়ামন, মরক্কো।

উক্ত শীর্ষ সম্মেলনে সমাজতন্ত্রী কয়েকটি মুসলিম দেশ, বিশেষ করিয়া বামপন্থী ইরাক ও সিরিয়া যোগদান করে নাই। পরলোকগত প্রেসিডেন্ট নাসের অসুস্থতার জন্য নিজে উপস্থিত হইতে না পারায় শেষ মুহূর্তে স্বীয় প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।

শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্য

মুসলিম শীর্ষ সম্মেলন যাহাতে আদৌ অনুষ্ঠিত না হয় আর হইলেও মতভেদ ও মতদ্বৈতায় যাহাতে ব্যর্থ হইয়া যায় তজ্জন্য বিভিন্ন মহল হইতে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বহু জাল বিছান হয়। সব চাইতে কুটিল ও সূক্ষ্ম জাল ছড়ান হয় ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত কর্তৃক। ভারত সরকারের অমুসলিম প্রতিনিধি উহাতে যোগদান ও আলোচনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাইলে সম্মেলনের প্রকৃতিই পরিবর্তিত এবং ইসরাইল হিতাকাঙ্খী সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রই সফল হইয়া যাইত। ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে ইসলাম-দুশমন ভারতের যোগদানে অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রের আপত্তি ছিল না এবং কোন কোন রাষ্ট্রের উহাই কাম্য ছিল! কিন্তু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের অনমনীয় দৃঢ়তা এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপে উহা ব্যর্থ হইয়া যায়।

সম্মেলনে মসজিদুল আকসার অবমাননার প্রতিকার এবং জেরুজালেম ও অধিকৃত আরব এলাকা-সমূহের পুনরুদ্ধারের জন্য বাদশাহ ফয়সলের পূর্ব প্রস্তাবিত জিহাদ ঘোষণা কিংবা গ্র্যাণ্ড মুফতীর সম্মিলিত মিলিটারী ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন আদায় সম্ভব না হইলেও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আল্‌আক্‌সা সংক্রান্ত প্রস্তাব

তিন দিনের পরিবর্তে চারিদিনে সমাপ্ত মুসলিম শীর্ষ সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে, অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে আল আকসা মসজিদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন বিশ্বের সকল মুসলমানকে মর্মাহত করিয়াছে। উহাতে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, পবিত্র জেরুজালেম নগরী ইসরাইলের পদানত হওয়ার ফলেই পবিত্র মুসলমানদের স্থান সমূহ ক্রমাগত হুমকীর শিকারে পরিণত হইয়াছে। তাই জেরুজালেমকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত করিয়া ঘোষণা করা হয় যে, জেরুজালেমকে জুন যুদ্ধের পূর্ববর্তী মর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত মুসলিম দেশের সরকার সমূহ ফেলিস্তিন সমস্যার অন্য কোন রূপ সমাধান গ্রহণ করিবে না। সম্মেলনে জাতিসঙ্ঘের সকল সদস্য, বিশেষ করিয়া বৃহৎ শক্তিবর্গের নিকট এই আবেদন জানান হয় যে, তাহারা যেন জুন যুদ্ধ দখলীকৃত সকল আরব ইলাকা হইতে ইসরাইলী সামরিক বাহিনীকে অপসারণের জন্য তাহাদের যৌথ ও একক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পারস্পরিক উন্নতিতে সহযোগিতা

সম্মেলনে একটি গুরুত্ব পূর্ণ সিদ্ধান্ত এই গৃহীত হয় যে, সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী দেশ সমূহের সরকার ইসলামের অবিনশ্বর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের মধ্যে অর্থ নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক ও শৈক্ষিক ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা বৃদ্ধি কল্পে মাঝে মাঝে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হইবেন।

ইসলামী রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারিয়েট

ইসলামী রাষ্ট্র পুঞ্জের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রস্তাব বাস্তব রূপদানের জন্য যে ব্যবস্থা সর্বাধিক প্রয়োজন তাহা হইল একটি বিশ্বমুসলিম সেক্রেটারিয়েট বা স্থায়ী দফতর স্থাপন। সম্মেলনের শেষ দিবসে এ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। সউদী আরবের জেদ্দায় উক্ত দফতর সাময়িক ভাবে স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সেক্রেটারিয়েটের প্রধান কাজ হইবে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সমন্বয় সাধন। সম্মেলনে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, রাবাতে অনুষ্ঠিত প্রস্তাব সমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং বিশেষ করিয়া সেক্রেটারিয়েট স্থাপন সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে জেদ্দায় মুসলিম পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।

জেদ্দায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন

শেষোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৭০ সালের ২৩শে মার্চ জেদ্দায় মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের পররাষ্ট মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে নিম্নলিখিত ২২টি মুসলিম রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণ যোগদান করেন!

মরক্কো, মৌরিতানিয়া, তিউনিসিয়া, মিসর, সোমালিয়া, কোয়েত, ইয়ামান, লেবানন্ গিনী, তুরস্ক, আফগানিস্তান, ইরান, আল্জিরিয়া, লিবিয়া, সুদান, জর্দান, সউদী আরব, সেনিগাল, নাইজেরিয়া পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সম্মেলনে কোন কোন সমাজতন্ত্রী দেশের পক্ষ হইতে রাবাত সম্মেলনের পূর্ব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ইসলামী সেক্রেটারিয়েট স্থাপনের বিরোধিতা করা হয়। এই অবস্থায় পাকিস্তানের প্রতিনিধি নওয়াবজাদা শের আলী খান অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়া সকলকে সেক্রেটারিয়েট স্থাপনে রাজী করাইতে এবং আপোষে বিবাদ বিসম্বাদ পরিহার করাইতে সক্ষম হন।

২৬শে মার্চ সম্মেলন শেষে যুক্ত ইশতেহারে মধ্যপ্রাচ্য ও জেরুজালেম সম্পর্কিত রাবাত প্রস্তাবের পুনরুক্তি করিয়া উহার প্রতি নূতন করিয়া সমর্থন জানান হয়, যুক্ত ইশতেহারে ঘোষণা করা হয় যে, অর্থনৈতিক, কারিগরি, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য প্রতি বৎসর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।

সেক্রেটারিয়েট স্থাপনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই জেদ্দা সম্মেলনের প্রধান সাফল্য। শীর্ষ অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে সেই অনুযায়ী কাজ করাই হইবে সেক্রেটারিয়েটের প্রধান কর্তব্য। সেক্রেটারিয়েটের কর্মাধ্যক্ষ রূপে কাজ করিবেন সেক্রেটারী জেনারেল। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে দুই বৎসরের জন্য নিয়োজিত হইবেন। পাকিস্তান যদিও এই ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা এবং উহারই প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল হওয়ার অগ্রাধিকার, তবু পাকিস্তান রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দান ও স্বীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়া মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেঙ্কু আবদুর রহমানের নাম উক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য প্রস্তাব করে এবং সে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, পরবর্তী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হইবে। এই সম্মেলনে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, সেক্রেটারিয়েট স্থায়ীভাবে জেরুজালেমে অবস্থিত হইবে কিন্তু জেরুজালেম উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত উহা জেদ্দাতেই থাকিবে।

জেদ্দা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারেই এবার করাচীতে দ্বিতীয় মুসলিম পররাষ্ট্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত এখনও পুরাপুরি জানা যায় নাই। আমরা ইনশা আল্লাহ আগামী সংখ্যায় গৃহীত প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করিব।

www.ahlehadeethbd.org

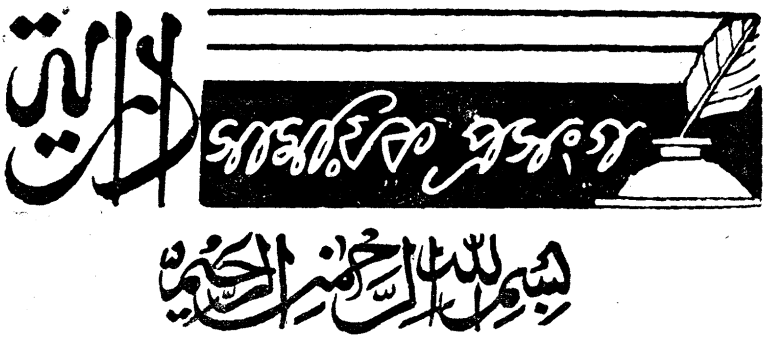

নির্বাচনের দেহ ও প্রাণ

বিগত পঁচিশ বৎসরে আমাদের দেশে বেশ কয়েক বার নির্বাচন হইয়াছে তন্মধ্যে যে নির্বাচনটি ১৯৬৪ সালে হয়, তাহা কন্ট্রোল্‌ড্‌ ডিমোক্রেসী বা লাগাম আঁটা গণতন্ত্র-যোগে সম্পাদিত হয় বলিয়া উহাকে নির্বাচনের নামে প্রহসন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বাকী ১৯৪৬ সালের, ১৯৫৪ সালের ও হাল সালের নির্বাচন—এই তিনটি বাহ্যতঃ নির্বাচনই হয়। এই তিনটিতে নির্বাচনের কায়া দেহ বা শরীর নিশ্চিত ভাবে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু এইগুলির কোনটিতেই নির্বাচনের প্রাণ ছিল না। এই গুলি ছিল নির্বাচনের লাশ মাত্র। এই তিনটি নির্বাচনেই ভোট দাতাদের অপরিসীম প্রাণ চাঞ্চল্য, উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা নির্বাচনের লাশ লইয়াই মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। নির্বাচনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। নির্বাচনের প্রাণ কি?—তাহা আমরা আজ পর্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারি নাই। বক্তব্যটি একটু খোলাসা করিয়া বলি।

প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক কাজের একটি থাকে বাহ্যিক রূপ বা আকার যাহা চর্মচক্ষু দিয়া দেখা যায়; আর প্রত্যেক বস্তুর ও প্রত্যেক কাজের পশ্চাতে থাকে একটা অন্তর্নিহিত রহস্য ও উদ্দেশ্য যাহা অবলোকন করিতে হয় অন্তর্দৃষ্টি দিয়া। প্রথমটি হইতেছে উহার দেহ এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে উহার প্রাণ। নির্বাচন ব্যাপারে ভোট দান হইতেছে নির্বাচনের দেহ বা শরীর। আর দেশকে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে ধাবিত করা হইতেছে নির্বাচনের প্রাণ। নির্বাচক আর নির্বাচন এক নয়। কাজেই নির্বাচকদের প্রাণ চাঞ্চল্য নির্বাচনের প্রাণের ইঙ্গিত বহন করে না। প্রকৃত দেশপ্রেমিক, শাণিত ধীশক্তিসম্পন্ন আন্তরিকতার মূর্ত প্রতীক, নিরলস, নিঃস্বার্থ, দেশগত প্রাণ, সুশিক্ষিত ব্যক্তিসমূহের হাতে দেশের শাসন ব্যবস্থা ন্যস্ত করাই হইতেছে নির্বাচনের প্রাণ। উল্লিখিত তিনটি নির্বাচনের কোনটিতেই নির্বাচনের প্রাণ ছিল না। তিনটির কোনটিতেই যুক্তিকে আদৌ কোন মূল্য দেওয়া হয় নাই। প্রত্যেকটিরই ভিত্তি ছিল সেন্টিমেন্ট বা ভাবপ্রবণতা। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পটভূমিকায় খাড়া করা হইয়াছিল অখণ্ড ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের যুলুম, অবিচার ও পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ। উহাকে ভিত্তি করিয়া হিন্দুদের অত্যাচার শোষণ প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত করিয়া মুসলিমদিগের ভাবাবেগ জাগাইয়া তোলা হয় এবং জোর গলায় প্রচার করা হয় যে, হিন্দুদের কবল হইতে মুসলিমগণ যে পর্যন্ত মুক্তিলাভ করিতে না পারিবে এবং ঐ উদ্দেশ্যে তাহারা যে পর্যন্ত তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-পাকিস্তান কায়িম করিতে না পারিবে সেই পর্যন্ত তাহাদের কল্যাণ নাই বরং তাহাদিগকে গোলামের ন্যায় জীবন যাপন করিতে হইবে। তাই তখন মুসলিমদিগকে বলা হইয়াছিল যে, তৎকালীন মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করিতেই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইবে। মুসলিম লীগের ঐ মনোনীত প্রার্থী যোগ্যই হউক আর অযোগ্যই হউক তাহা ভোটাররা বিচার করিতে পারিবে না। চোখ কান বন্ধ করিয়া ঐ প্রার্থীকেই সকলে ভোট দিবে। কাজেও হইয়াছিল তাহাই।

মুসলিমদের ঐ ঐক্যের ফলে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান কায়িম হয়। উহার পরে তাঁহাদের কর্তব্য ছিল পাকিস্তানের কন্‌সটিটিউশান তৈয়ার করিয়া সেই কন্‌স্টিটিউশান মতে নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করিয়া নির্বাচিতদের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের ঐ কর্তব্য পালনে অযথা ও অন্যায় ভাবে অভাবনীয় বিলম্ব ঘটাইয়া নিজ নিজ পদে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বহাল থাকিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। দেশের লোকের মন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। জনসাধারণ তখন পাকিস্তান আনায়নকারী ঐ নেতাদিগকে অপসারণ করিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিল। ফলে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল তাহার পটভূমিকায় ছিল তদানীন্তন শাসকগোষ্টিকে অপসারণ মাত্র। পাকিস্তানের উন্নতির জন্য কোন বাস্তব কার্যক্রম গঠনের প্রচেষ্টা ঐ নির্বাচনে ছিল না। তৎকালীন শাসকগোষ্টিদের দুই এক জন বাদে সকলেই পরাজিত হইলেন। নব নির্বাচিতদের মধ্যে পাকিস্তানের উন্নতি সম্পর্কিত নীতিগত কোন ঐক্য ছিল না, ঐক্য ছিল শুধু তৎকালীন অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের খেদানো ব্যাপারে। তাই মন্ত্রিসভা গঠনের কাজ চালাইবার জন্য যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করা হইল। কিন্তু বিভিন্ন আদর্শবাদী দলগুলিকে মতলব সিদ্ধির উদ্দেশ্যে জোর করিয়া এক করা হয় বলিয়া ক্যাবিনেট স্থায়ী হইল না। আবুহুসেনী সংকার, খান সরকার প্রভৃতি ক্যাবিনেট পর্যায়ক্রমে গঠিত হইল। ফলে অশান্তি বিশৃংখলা চরমে উঠিল। শেষ পর্যন্ত পরিষদ ভবনে মারামারি কামড়াকামড়ি রক্তারক্তি হইল। স্পীকার বরাত জোরে সরিয়া পড়িয়া বাঁচিয়া গেলেন। ডিপুটি স্পীকার হাসপাতালে স্থানান্তরিত হইয়া চিরতরে নির্বাক হইয়া গেলেন তারপর মার্শাল সরকার আসিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন।

সামরিক সরকার প্রধান প্রথম দুই বৎসর ভাল ভাবেই শাসন চালান। কঠিন হস্তে দুর্নীতিবাজ অফিসার ও ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করিতে থাকেন। কিন্তু আমলা ও ব্যবসায়ীদের পাক চক্রে পড়িয়া তিনি তাঁহাদের হাতে বন্দী হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের ক্রীড়নক হইয়া তাঁহাদের মরযীমত চলিতে গিয়া জনসাধারণের স্বার্থের দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এক স্বৈরাচারী শাসন জমাইয়া ফেলেন। তখন আবার লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, "সরাও, সরাও, ইহাদিগকে সরাও। সরকার প্রধান তখন বেগতিক দেখিয়া অপর এক প্রধান সামরিক কর্মাধ্যক্ষের হাতে শাসন কর্তৃক হস্তান্তরিত করিয়া তিনি মানে মানে সরিয়া যান। নবনিযুক্ত জেনারেল ঘোষণা করিলেন যে, তিনি পাকিস্তানের শাসনভার সময় মত নির্বাচন দিয়া নির্বাচিত নেতাদের হাতে তুলিয়া দিয়া বিদায় লইবেন। তিনি পাকিস্তানের অধিপতি হইতে ইচ্ছা করেন না। তদনুযায়ী সাম্প্রতিক নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়। এই নির্বাচনে পাকিস্তানের সর্বত্র পূর্বের রাজনীতিবিদদিগকে সরাইবার জন্য জোর আন্দোলন উঠে এবং পূর্বাঞ্চলে উহা শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগই জয়যুক্ত হয়। কাজেই দেখা যায় যে, তিনটি নির্বাচনের কোনটিতে কোন অস্তিবাচক নীতিকে ভিত্তি করিয়া নির্বাচন হয় নাই। তিনটিরই পশ্চতে নেতিবাচক নীতি সক্রিয় ছিল। তাই আমরা বলি এই সব নির্বাচন হইয়াছে প্রাণহীন দেহ-সর্বস্ব নির্বাচন। কাজেই এখন নির্বাচিত সদস্যদের কর্তব্য হইবে ভবিষ্যতের নির্বাচনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ এমন একটি কনিষ্টিটিউশান জনসাধারণকে উপহার দেওয়া যে কনিষ্টিটিউশানের ফলে ভবিষ্যতের নির্বাচন হইবে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে'—এই কথাটিকে একটি চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কুরআন মাজীদে প্রাচীন যুগের জাতিগুলির বিবরণ দিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা যে সব কাজ করিয়া সফল কাম হইয়াছিল আমরাও যদি সেই সব নীতি মানিয়া চলি তবে আমরা সফলকাম হইব এবং তাহারা যে পথে চলিবার ফলে তাহাদের বিনাশ হইয়াছে আমরাও যদি সেই পথে চলি তবে আমাদেরও বিনাশ অনিবার্য। ইহাকেই বলা হয় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আমরা দেখাইলাম যে, যে কোন সরকার যতই শক্তিশালী হউক (আর সরকারী দল সরকার গঠনের সময় কমবেশী শক্তিশালী হইয়াই থাকে) যদি জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে অথবা জনগণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না করে তবে শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক সেই সরকারের পতন অনিবার্য। কাজেই বর্তমান নির্বাচিত সদস্যদের খিদমতে আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ পেশ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা এই আশাই করি যে, তাঁহারা যেন দশের ও দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ স্থান দান করেন এবং ঐ স্বার্থের খাতিরে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে কুরবান করেন। আর যাঁহারা নির্বাচনে জয়ী হইতে পারেন নাই তাঁহাদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য তাঁহাদিগকে মারহাবা জানাইয়া আমরা তাঁহাদের নিকট এই অনুরোধ করি যে, তাহারা যেন পরাজয়ের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া সর্বান্তঃকরণে পাকিস্তানের উন্নতিবিধানের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন এবং যাঁহারা জয়ী হইয়াছেন তাঁহাদিগকে পাকিস্তানের উন্নতি ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। অবশেষে বিজয়ী ও পরাজিত সকল নির্বাচনপ্রার্থী এবং সমস্ত পাকিস্তানবাসী সমক্ষে কুরআন মাজীদের ঐ আয়াতটির পুনরাবৃত্তি করিতে চাই যে আয়াতটি আমরা গত সংখ্যায় সম্পাদকীয় অধ্যায়ের শেষে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলাম। আয়াতটি এই, পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর যে কোন মুসীবাত পৌঁছে তাহা আমরা পৃথিবী সৃজন করিবার পূর্বেই নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি; যাহাতে কোন কিছু তোমাদের হস্তচ্যুত হইলে তোমরা আফসোস না কর এবং আল্লাহ তোমাদিগকে কিছু দান করিলে তোমরা আনন্দে উৎফুল্ল না হও (সেই জন্য ইহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিলাম)।

অতএব যাঁহারা জয়ী হইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি যে কর্তব্য ভার ন্যস্ত হইয়াছে তাহারাই ভাবনায় তাহাদিগকে মগ্ন হইতে হইবে। তাঁহদের পক্ষে উৎসব আনন্দে মত্ত হইয়া বিজীতদের মনে দুঃখ দেওয়া মানুষত্বের বিরোধী হইবে। আর বিজীত দলের পক্ষে বিজয়ীদলের ছিদ্রান্বেষণে ব্যাপৃত না হইয়া এবং নির্বাচনের মধ্যে দোষ ত্রুটি খুঁজিতে না গিয়া বরং তাঁহাদিগকে কোন্ কর্মদোষে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে তাহারই সন্ধান করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে তাহারই সংশোধনে নিয়োজিত হইতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত কয়েকখানা ধর্মীয় পুস্তক

মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী প্রণীত

		মূল্য
১।	আহলে-হাদীস পরিচিতি	৩'০০
২।	ফির্কাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি	
	বোর্ড বাঁধাই	২'৫০
	সাধারণ বাঁধাই	২'০০
৩।	[আযযাওউললামে উর্দূ] মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা	১'০০
৪।	তিন তালাক প্রসঙ্গ	১'০০
৫।	ইসলাম বনাম কম্যুনিজম	'৬২
৬।	মুসাফাহা এক হস্তে না দুই হস্তে	'৪০
৭।	আহলে কিবলার পিছনে নামায	'২৫
৮।	নিরুদিষ্ট পুরুষের স্ত্রী	'৩৭
৯।	ঈদে কুরবান	'৫০

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী আবদুর রহমান প্রণীত

১০।	নবী সহধর্মিণী	৩'০০

মওলানা মতীয়ুর রহমান প্রণীত

১১।	তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া [২য় খণ্ড]	৪'৫০

মওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ প্রণীত

১২।	নামায শিক্ষা [ছুয়াইট প্রিন্ট]	'৭৫
	নিউজ প্রিন্ট	'৬২

মওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফযল প্রণীত

১৩।	সহীহ নামায ও দোওয়া শিক্ষা, ২য় খণ্ড	২'৫০

আল্লামা সুলায়মান নদভী প্রণীত এবং আরাফাত সম্পাদক কর্তৃক উর্দূ হইতে অনূদিত

১৪।	সোশিয়ালিজম বনাম ইসলাম	'৫০

এবং

অন্যান্য লেখকের ইসলামী গ্রন্থ মালা

প্রাপ্তিস্থান : আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ,
৮৬, কাযী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

Tarjumanul Hadeeth December 1970 Regd No. DA- 59
Phone : 245490

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্‌-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মনীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca-2, East Pakistan

www.ahlehadeethbd.org